Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্নের ধরন ৭ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

[৪টি প্রশ্ন থাকবে, প্রতিটির উত্তর দিতে হবে] ২×৪ = ৮

পাঠ ১ বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশ

প্রশ্ন-১ বাংলাদেশের মানুষের কোন কোন বিষয়ে বৈচিত্র্য রয়েছে? (অনুধাবন)

উত্তর: বাংলাদেশের মানুষের রয়েছে নানা রকম বৈচিত্র্য। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ নানা রকম ভাষায় কথা বলে। আবার এ দেশের এক এক এলাকা এক এক রকম হওয়ায় মানুষের পোশাক ও খাবারেও এসেছে ভিন্নতা। এছাড়া ধর্ম, উৎসব, পেশা ও শারীরিক গঠনের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য রয়েছে।

প্রশ্ন-২ 'সবাই নিজের মাতৃভাষায় কথা বলতে পছন্দ করে।' কোন কোন ভাষা সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে? (অনুধাবন)

উত্তর: বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ বাংলায় কথা বলে। বাংলা ভাষা ছাড়াও এদেশে আরো কয়েকটি ভাষা রয়েছে। যেমন— চাকমা, মারমা, ককবরক, ওঁরাও, মান্দি, সাঁওতালি ইত্যাদি। এই ভাষাভাষীরা সবাই নিজের মাতৃভাষায় কথা বলতে পছন্দ করে।

প্রশ্ন-৩ পার্বত্য জেলাগুলো ছাড়াও বাংলাদেশে যেসব ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে, তাদের পরিচয় দাও। (অনুধাবন)

উত্তর: পার্বত্য জেলাগুলো ছাড়াও বাংলাদেশে আরো অনেক ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে। রাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় বসবাস করে সাঁওতাল ও রাজবংশীরা। ময়মনসিংহ অঞ্চলে বসবাস করে গারো সম্প্রদায়ের মানুষ। এছাড়া সিলেটে আছে মণিপুরি সম্প্রদায়।

প্রশ্ন-৪ 'মাতৃভাষার বৈচিত্র্যের পাশাপাশি এ দেশে রয়েছে ধর্মের বৈচিত্র্য।'— সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: বাংলা ছাড়াও এ দেশের মানুষ চাকমা, মারমা, ককবরক, ওঁরাও, মান্দি, সাঁওতালি ইত্যাদি ভাষায় কথা বলে। এর পাশাপাশি এ দেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বাস করে। এদের মধ্যে প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় হলো— মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান।

প্রশ্ন-৫ 'এ দেশে সব ধর্মের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে।'— বুঝিয়ে লেখো। (অনুধাবন)

উত্তর: বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বাস করে। এদের মধ্যে প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় হলো— মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান। তাদের উৎসবেও রয়েছে নানা রকম ভিন্নতা। তবুও সব ধর্মের মানুষ একসাথে মিলেমিশে বসবাস করে।

প্রশ্ন-৬ ধর্মীয় উৎসব ছাড়াও বাংলাদেশে কোন কোন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়? (জ্ঞান)

উত্তর: ধর্মীয় উৎসব ছাড়াও বাংলাদেশে বেশকিছু উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবগুলো হলো— বাংলা নববর্ষ, সাংগ্রাই ও বিজু। বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর সামাজিক অনুষ্ঠান বাংলা নববর্ষ, রাখাইনদের উৎসবের নাম সাংগ্রাই, আর চাকমাদের উৎসব বিজু।

প্রশ্ন-৭ কামার কী করেন? তার কাজের জন্য কী কী প্রয়োজন হয়? (জ্ঞান)

উত্তর: অন্যান্য বৈচিত্র্যময় পেশার মতো কামার একটি পেশা। কামার লোহার জিনিস তৈরি করেন। তাঁর কাজের জন্য প্রয়োজন হয় আগুন, হাঁপর ও হাতুড়ির।

প্রশ্ন-৮ বাংলাদেশের মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদে কতটা বৈচিত্র্য রয়েছে? লেখো। (অনুধাবন)

উত্তর: বাংলাদেশের মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদে বেশ বৈচিত্র্য রয়েছে। বাঙালিরা পাজামা-পাঞ্জাবি, শার্ট-প্যান্ট, শাড়ি-ব্লাউজ, সালোয়ার-কামিজ পরে। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের পোশাক আলাদা রকম। চাকমাদের পোশাকের নাম পিনোন ও হাদি। মারমাদের পোশাকের নাম দেয়াহ। সাঁওতালরা পরে পাঞ্চি। গারোদের পোশাকের নাম দকমান্দা।

প্রশ্ন-৯ বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় যানবাহন সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো? (অনুধাবন)

উত্তর: বাংলাদেশে নানা রকম যানবাহন দেখা যায়। সড়ক পথে চলে বাস, মোটর গাড়ি, রিকশা ও সাইকেল। রেললাইনে চলে রেলগাড়ি। নদীপথে চলে নৌকা, লঞ্চ ও জাহাজ। আকাশে ওড়ে উড়োজাহাজ।

পাঠ ২ তিতুমীর

প্রশ্ন-১০ তিতুমীরের জন্ম ও নামকরণ সম্পর্কে যা জানো লেখো। (অনুধাবন) *[পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ২০২৩]*

উত্তর: তিতুমীরের জন্ম ১৭৮২ সালে। তিনি হায়দারপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশের নাম সৈয়দ বংশ। তেতো ওষুধ খুব প্রিয় ছিল বলে তাঁর নাম রাখা হয় তিতু। যেখান থেকে তাঁর নাম হয় তিতুমীর।

প্রশ্ন-১১ তিতুমীরের ছোটোবেলা কেমন ছিল? (অনুধাবনমূলক)

উত্তর: তিতুমীর পড়তেন গ্রামের মাদ্রাসায়। তিনি ছোটোবেলায় ডন-কুস্তি করতেন। লাঠিখেলা করতেন। তির ছোড়া শিখতেন। তরবারি চালনা শিখতেন।

প্রশ্ন-১২ ইংরেজরা কীভাবে ধনী হতে চায়? (অনুধাবন)

উত্তর: ইংরেজরা একসময় বাংলাদেশ শাসন করত। তারা মূলত শাসনের নামে শোষণ করত। তারা এদেশের মানুষের সম্পদ লুট করে ধনী হতে চায়।

প্রশ্ন-১৩ চাষীরা খাজনা দিতে পারেন না কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: চাষীরা হতদরিদ্র মানুষ। তার মধ্যে বানের পানিতে তাদের সব ধানও ভেসে যায়। ফলে চাষীরা কোনো ফসল ঘরে তুলতে পারেন না। এ কারণেই তারা জমিদারকে খাজনা দিতে পারেন না।

প্রশ্ন-১৪ জমিদার চাষীদের চামড়া তুলে নেওয়ার হুমকি দেয় কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: চাষীদের সব ধান বন্যায় ভেসে যায়। সে কারণে তারা জমির খাজনা দিতে পারেন না। এতে জমিদার রেগে জানায়, খাজনা দিতে না পারলে চাবুক দিয়ে চাষীদের পিঠের চামড়া তুলে নেবে।

প্রশ্ন-১৫ তিতুমীর স্বাধীনতার কথা বললেন কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: তিতুমীর বলতেন দেশের মানুষের জন্য কিছু করা দরকার। কারণ তখন ইংরেজরা বাংলাদেশ শাসন করত। অন্যদিকে জমিদাররা সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালাত। এ দেশের মানুষকে ইংরেজ শাসন ও জমিদারদের অত্যাচার থেকে বাঁচাতে তিতুমীর স্বাধীনতার কথা বললেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বললেন।

প্রশ্ন-১৬ তিতুমীর বাঁশের কেল্লা বানিয়েছিলেন কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: তিতুমীর ভেবেছিলেন আমাদের লড়াই করতে হবে। আমরা খাজনা দেবো না। সব জমি আমাদের। দেশ থেকে আমাদের ইংরেজ তাড়াতে হবে। এটা আমাদের দেশ, আমাদের জমি। তাই তিনি গ্রাম ছেড়ে নারকেলবাড়িয়ায় গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি বাঁশের কেল্লা বানিয়েছিলেন।

প্রশ্ন-১৭ ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে কেন পাঠানো হয়েছিল? (অনুধাবন) *[ময়মনসিংহ সদর ২০২৩]*

উত্তর: তিতুমীর বাঁশের কেল্লা বানিয়ে সেখানে তরুণদের প্রশিক্ষণ দিতে লাগলেন। সেখানে সবাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় তিতুমীরকে দমন করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে পাঠানো হয়।

প্রশ্ন-১৮ কত সালে এবং কে তিতুমীরকে শায়েস্তা করতে বিশাল সেনাবহর পাঠিয়েছিলেন? (জ্ঞান)

উত্তর: প্রথমে তিতুমীরকে দমন করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে পাঠানো হয়। তিনি তিতুমীর ও তাঁর সঙ্গীদের প্রতিরোধের মুখে নিজের সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যান। এরপর ১৮৩১ সালে পুনরায় লর্ড বেন্টিঙ্ক তিতুমীরকে শায়েস্তা করার জন্য বিশাল সেনাবহর পাঠান।

প্রশ্ন-১৯ ইংরেজ বাহিনী বাঁশের কেল্লায় হামলা চালায় কখন? (জ্ঞান)

উত্তর: ১৮৩১ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক তিতুমীরকে শায়েস্তা করার জন্য বিশাল সেনাবহর পাঠান। তারা ভাবেন কামানের সামনে তিতুমীর ও তাঁর সঙ্গীরা দাঁড়াতে পারবে না। তাই ভোরের আলো ফোটার আগেই ইংরেজরা বাঁশের কেল্লায় হামলা চালায়।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

পাঠ ৩ দূরের পাল্লা

প্রশ্ন-২০ 'দূরের পাল্লা' কবিতায় মাঝিরা কীভাবে দূরে যাত্রা করে?
অথবা, 'তিন-দাঁড় ছিপখান্ মন্থর যাচ্ছে'— ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)
উত্তর: 'দূরের পাল্লা' কবিতায় মাঝিরা দূরে যাত্রা করার জন্য তিন দাঁড়ের সরু নৌকা নেয়। সেখানে তিনজন মাঝি থাকে। তাদের নৌকা ধীরে চলে। নৌকা বাইতে বাইতে তারা গান গায়। সারা দিন তারা এভাবে দূরের যাত্রা করে।

প্রশ্ন-২১ বন-হাঁস কী করছে? (জ্ঞান) *[শেরপুর সদর ২০২৬]*
উত্তর: 'দূরের পাল্লা' কবিতায় কবি বলেছেন নদীতে চর জেগেছে। নদীর জেগে ওঠা চরে বন-হাঁস ডিম দিয়েছে। ডিমগুলো সে শ্যাওলা দিয়ে ঢেকে রাখছে।

প্রশ্ন-২২ ঘোমটা দেওয়া বউটির মন কেমন ছিল? (অনুধাবন)
উত্তর: 'দূরের পাল্লা' কবিতায় ঘোমটা দেওয়া বউটি নদীর ঘাটে যায়। টুপ টুপ করে ডুব দেয়। কলসীতে পানি ভরে। সে ছিল আনমনা। এ কারণে পানি ভরে ঘোমটার ফাঁকে তাকিয়ে থাকে।

প্রশ্ন-২৩ নদী থেকে কলসীতে জল ভরার দৃশ্য কেমন? (অনুধাবন)
উত্তর: 'দূরের পাল্লা' কবিতায় ঘোমটা দেওয়া বউ নদীতে আসে। নদীতে এসে কলসীতে জল ভরে। তার জল নেওয়ার কলসীটা ঝকঝকে। কলসীতে জল ভরার সময় বক্‌বক্ শব্দ হয়। জল ভরার এমন দৃশ্য সুন্দর।

প্রশ্ন-২৪ কবিতাটি পড়তে ভালো লাগে কেন? (অনুধাবন)
উত্তর: 'দূরের পাল্লা' কবিতাটি পড়তে ভালো লাগার কারণ এর ছন্দ ও তাল। কবি মিল-শব্দ ব্যবহার করে কবিতাটিকে গতিময় করেছেন। এই গতিময়তা এবং নদী ও নদীর তীরের সুন্দর একটি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে বলে কবিতাটি পড়তে ভালো লাগে।

প্রশ্ন-২৫ 'পাড়ময় ঝোপঝাড় জঙ্গল-জঞ্জাল'— ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)
অথবা, নদীর পাড় কেমন? (জ্ঞান)
উত্তর: 'দূরের পাল্লা' কবিতার নদীর পাড় ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ। এর চারদিক জঙ্গল আর জঞ্জাল।

প্রশ্ন-২৬ 'দূরের পাল্লা' কবিতায় নদীতে কে কে ডুব দেয়? (জ্ঞান)
উত্তর: 'দূরের পাল্লা' কবিতায় নদীতে ডুব দেয় পানকৌটি বা পানকৌড়ি। এছাড়াও টুপটুপ করে ডুব দেয় ঘোমটায় মুখ ঢাকা বউটি।

পাঠ ৪ পত্র লিখি

প্রশ্ন-২৭ আবেদনপত্র বলতে কী বোঝো? (অনুধাবন)
[৮৮নং মানিকগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০২৬]
উত্তর: আবেদনপত্র হলো বিশেষ এক ধরনের চিঠি। কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদনপত্র লেখা হয়। সাধারণত এ ধরনের পত্রে কোনো অনুরোধ জানানো হয়। আবেদনপত্র যতটুকু সম্ভব ছোটো রাখতে হয়।

প্রশ্ন-২৮ আবেদনপত্র কেন লেখা হয়? আবেদনপত্রের আকার কেমন রাখতে হয়? (অনুধাবন)
উত্তর: সাধারণত কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে কোনো অনুরোধ জানাতে আবেদনপত্র লেখা হয়। এ ধরনের পত্র যতটুকু সম্ভব ছোটো রাখতে হয়।

প্রশ্ন-২৯ আবেদনপত্রের বরাবর অংশে কী থাকে? (জ্ঞান)
উত্তর: আবেদনপত্রের বরাবর অংশে যাঁর কাছে আবেদন করা হয় তাঁর পদবি ও ঠিকানা থাকে।

প্রশ্ন-৩০ কী লিখে আবেদনপত্রে সম্বোধন করা হয়? আবেদনপত্রের বক্তব্য অংশে কী থাকে? (জ্ঞান)
উত্তর: সাধারণত 'জনাব' লিখে আবেদনপত্রে সম্বোধন করা হয়। আবেদনপত্রের বক্তব্য অংশে আবেদনের মূলকথা থাকে।

প্রশ্ন-৩১ আবেদনপত্রের বক্তব্য অংশের পরে কী থাকে? সেই অংশটিতে কী করা হয়? (জ্ঞান)
উত্তর: আবেদনপত্রের বক্তব্য অংশের পরে অনুরোধ অংশ থাকে। সেই অংশটিতে বক্তব্য মেনে নেওয়ার অনুরোধ করা হয়।

প্রশ্ন-৩২ চিঠি কেন লেখা হয়? (অনুধাবন)
উত্তর: প্রিয়জন দূরে থাকলে তার খবর জানা অথবা তাকে আমাদের খবর জানাতে চিঠি লেখা হয়। আমরা বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের কাছে বিভিন্ন সময় চিঠি লিখে থাকি। চিঠিতে আমরা আমাদের মনের কথা লিখি।

পাঠ ৫ ঠিক আছে

প্রশ্ন-৩৩ মেহমান সব কথাতেই কী বলেন? (জ্ঞান)
[৮৮নং মানিকগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০২৬]
উত্তর: লোকটির বাড়িতে অসময়ে মেহমান এসে হাজির। তাতে অনেক সমস্যায় পড়তে হয় তার। কিন্তু মেহমানটি অনেক সহজসরল। তাই তিনি সব কথাতেই 'ঠিক আছে ঠিক আছে' বলেন।

প্রশ্ন-৩৪ লোকটির সংসারে কী কী ঝামেলা আছে? (জ্ঞান)
অথবা, 'বোঝালাম ঝামেলার যতগুলো দিক আছে'— ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)
উত্তর: লোকটির সংসারে নানা ঝামেলা আছে। তার বাড়িতে আছে রেশনের পচা চাল এবং টলটলে বাসি ডাল। তার বাড়ির থালাটাও ভাঙা-চোরা এবং এতে ছিদ্র আছে। এমনকি তার ছাতাটিও ব্যবহার করা যায় না, তাতে শুধু কয়েকটা শিক আছে।

প্রশ্ন-৩৫ কবিতাটি পড়তে কেন মজা লাগে? (অনুধাবন)
উত্তর: কবিতাটি পড়ার সময় তালে তালে পড়া যায়। এর ভাষা সহজ ও মজার এবং কাহিনিতে হাস্যরস ও কৌতুক রয়েছে। তাই কবিতাটি পড়তে মজা লাগে।

প্রশ্ন-৩৬ 'ঠিক আছে' কবিতায় অসময়ে কে আসেন এবং তখন ঘরের লোকটি কী করেন? (অনুধাবন)
উত্তর: 'ঠিক আছে' কবিতায় অসময়ে মেহমান আসেন তারপর তিনি ঘরে ঢুকে বসে যান। মেহমানকে দেখে ঘরের লোকটি ঝামেলার দিকগুলো নিয়ে বলেন। কিন্তু এসব শোনার পর মেহমানটি হেসে শুধু ঠিক আছে ঠিক আছে বলেন।

প্রশ্ন-৩৭ লোকটির বাড়িতে কী কী খাবার আছে? মেহমানকে দেওয়া থালা ও বাটিটি কেমন? (অনুধাবন)
অথবা, 'থালাটাও ভাঙা-চোরা/ বাটিটাও লিক আছে'— ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)
উত্তর: লোকটির বাড়িতে রেশনের পচা চাল এবং টলটলে বাসি ডাল আছে। বাড়িতে মেহমান এলে লোকটি বেশ বিপদে পড়ে যান। এরপর মেহমানকে যে থালাটিতে খেতে দেন সেটি ভাঙা-চোরা, এমনকি বাসি ডাল রাখার বাটিতেও ছিদ্র থাকে।

প্রশ্ন-৩৮ মেঘ দেখে মেহমান কী চাইলেন আর বাড়ির লোকটি তখন কী করল? (অনুধাবন)
অথবা, 'দেখালাম ছাতাটার শুধু কটা শিক আছে'— ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)
উত্তর: লোকটির বাড়িতে হঠাৎ মেহমান আসার কিছুক্ষণ পরে আকাশে মেঘ দেখা যায়। মেঘ দেখে মেহমান ছাতা চাইলেন। বাড়ির লোকটি তখন দেখালেন যে ছাতাটার শুধু কয়েকটা শিক আছে।

পাঠ ৬ সুখু আর দুখু

প্রশ্ন-৩৯ সুখু ও দুখু বাড়িতে কী কী কাজ করে তা লেখো। (জ্ঞান)
[ময়মনসিংহ সদর; গিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়, নেত্রকোণা ২০২৬]
উত্তর: তাঁতির দুই মেয়ে ছিল। বড়ো মেয়ে সুখু ও ছোটো মেয়ে দুখু। সুখু বয়সে বড়ো হলেও বাড়িতে কোনো কাজ করে না। শুধু বসে বসে খায়। অপরদিকে ছোটো মেয়ে দুখু ঘরের সব কাজ করে। আর সময় পেলে বাবার জন্য সুতা কেটে দেয়।

প্রশ্ন-৪০ চরকা কাটা বুড়ি দেখতে কেমন? সে কেমন বাড়িতে থাকে?
(অনুধাবন) *[৮৮নং মানিকগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০২৬]*
উত্তর: একটি বাড়ির দাওয়ায় বসা একটি বুড়িকে দেখতে পায় দুখু। সে বসে বসে চরকা কাটছিল। দুখু দেখল চরকা কাটা বুড়ির চুলগুলো দুধের মতো সাদা এবং পরনে সাদা শাড়ি। সে ধবধবে সাদা একটা বাড়িতে থাকে।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্ন-৪১ দুখু বাড়িতে ফেরার সময় কলাগাছ ও ঘোড়ার কাছ থেকে কী উপহার পেল? (জ্ঞান) *[শেরপুর সদর ২০২৬]*

উত্তর: বাতাসের ডাকে দুখু যাওয়ার পথে কলাগাছ ও ঘোড়াকে সাহায্য করে। তাই তারাও দুখুকে পুরস্কার দেয়। দুখু বাড়ি ফেরার সময় কলাগাছের কাছ থেকে মস্ত এক ছড়া সোনার কলা উপহার পেল এবং সে ঘোড়ার কাছ থেকে পেল একটা পক্ষিরাজ ঘোড়ার বাচ্চা।

প্রশ্ন-৪২ সুখু কেন ভালো কিছু পেল না? (অনুধাবন) *[চাঁদপুর সদর ২০২৬]*

উত্তর: দুখু যখন ভালো কাজের জন্য পুরস্কার পেল তখন সুখু সেটি দেখে দুখুর মতো পুরস্কার পেতে চাইল। দুখু পথে যেতে যেতে সবার সাহায্য করেছিল। অথচ সুখু লোভী ছিল। সে কাউকে সাহায্য করেনি। আবার চরকা কাটা বুড়ির মনেও কষ্ট দিয়েছিল। এসব কারণে সে ভালো কিছু পেল না।

প্রশ্ন-৪৩ দুখু ও সুখু চরিত্রের মূল পার্থক্য কী? (প্রয়োগ)

উত্তর: তাঁতির দুই মেয়ের নাম সুখু ও দুখু। তারা দুই বোন হলেও তাদের মধ্যে বেশ পার্থক্য ছিল। দুখু ছিল বিনয়ী, পরিশ্রমী ও পরোপকারী। অন্যদিকে সুখু ছিল অলস, অহংকারী ও লোভী।

প্রশ্ন-৪৪ দুখু কেন বাতাসের পিছু নেয়? (অনুধাবন)

উত্তর: একদিন সকালে দুখু তুলা রোদে দিয়ে বসেছিল। এমন সময়ে দমকা বাতাস এসে দুখুর সমস্ত তুলা উড়িয়ে নিয়ে যায়। সেগুলো ফিরে পাওয়ার আশায় দুখু বাতাসের পিছু পিছু ছুটতে শুরু করে।

প্রশ্ন-৪৫ কলাগাছটি দুখুর কাছে কী অনুরোধ করেছিল? (জ্ঞান)
অথবা, কলাগাছের কথা শুনে দুখু থামল কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: দুখু তুলার খোঁজে বাতাসের পিছু পিছু যেতে থাকে। পথের মধ্যে একটি কলাগাছের সাথে দেখা হয়। কলাগাছ লতাপাতায় জড়িয়ে ছিল। সেগুলো সরানোর জন্য গাছটি দুখুকে অনুরোধ করেছিল। সে থেমে লতাপাতা সরিয়ে দিয়েছিল।

প্রশ্ন-৪৬ ঘোড়াটি দুখুর কাছে কী সাহায্য চেয়েছিল? (জ্ঞান)
অথবা, দুখু ঘাস কেটেছিল কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: বাতাসের পিছু পিছু যাওয়ার পথে কলাগাছকে সাহায্য করার পর একটি ঘোড়ার সাথে দেখা হয় দুখুর। ঘোড়াটি দুখুর কাছে কিছু কচি ঘাস চেয়েছিল। ঘোড়ার কথা শুনে দুখু কচি ঘাস কেটে এনে ঘোড়াকে খেতে দেয়।

প্রশ্ন-৪৭ দুখু কতটুকু তুলা নিয়েছিল? (জ্ঞান)

উত্তর: বুড়ির কথামতো গোসল ও খাবার খায় দুখু। তারপর তুলার ঘরে গিয়ে দুখু অনেক তুলা দেখে অবাক হয়। তবে সে সব তুলা নেয়নি। বাতাস যতটুকু তুলা উড়িয়ে এনেছিল ঠিক ততটুকু তুলাই সে প্যাটরায় ভরে নেয়।

প্রশ্ন-৪৮ দুখুর গয়না ও উপহার দেখে সুখুর মনে কী ভাবনা জাগে? (জ্ঞান)

উত্তর: দুখুর দয়া ও বিনয়ের কারণে সবাই খুশি হয়ে তাকে উপহার দেয়। দুখুর শরীর ভরতি গয়না এবং দামি উপহার দেখে সুখুর মনে লোভ জাগে। সে-ও দুখুর মতো সোনার গয়না পাওয়ার লোভে তুলা কাটতে বসে।

প্রশ্ন-৪৯ সুখু ঘোড়াকে কী বলেছিল? (জ্ঞান)

উত্তর: সুখু কারোর উপকার করত না। সে শুধু বসে বসে খেতো। বাতাস সুখুর তুলা উড়িয়ে নিয়ে যায়। বাতাসের পিছু ছোটার সময় ঘোড়া সুখুকে কচি ঘাস কেটে দিতে বলে। কিন্তু সুখু তার দিকে ফিরেও তাকায় না। ঘোড়াকে কঠিন গলায় বলে সে বুড়ির বাড়ি যাচ্ছে।

প্রশ্ন-৫০ সুখু কাপড় ও খাবার নেওয়ার সময় তার লোভ কীভাবে প্রকাশ করে? (অনুধাবন)

উত্তর: দুখুর দেখাদেখি সুখু বুড়ির বাড়িতে যায়। সেখানে বুড়ির সাথে খারাপ ব্যবহার করে সুখু। তবু বুড়ি তাকে গোসল করে খাবার খেতে বলে। এরপর সুখু ঘর থেকে সবচেয়ে দামি গামছা ও কাপড় বেছে নেয়। খাবার ঘরেও সে সব ভালো খাবার গপ গপ করে খেয়ে পেট ভরে ফেলে।

প্রশ্ন-৫১ পুকুরে ইচ্ছামতো ডুব দেওয়ায় সুখুর কেমন পরিণতি হয়েছিল? (অনুধাবন)
অথবা, 'বেশি বেশি ডুব দিলে বেশি বেশি গয়না পাবে।'— এই কথার সত্যতা যাচাই করো। (প্রয়োগ)

উত্তর: বুড়ির কথামতো সুখু গোসলে গেলে প্রথম ডুবে সোনার গয়না উঠে আসে। এরপর পুকুরে ইচ্ছামতো ডুব দেয় সুখু। সে ভেবেছিল, বেশি বেশি ডুব দিলে বেশি বেশি গয়না পাবে। পরে দেখা যায়, সুখুর সারা শরীর চুলকাতে শুরু করেছে। সে কথা বলতে গিয়ে টের পায়, তার গলার সুরও পালটে গেছে।

প্রশ্ন-৫২ সুখুর সারা গা চুলকাচ্ছিল কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: বুড়ি লোভী সুখুকে গোসল করে আসতে বলে। সুখু একবার ডুব দিলে তার শরীর গয়নায় ভরে যায়। সুখু ভেবেছিল পুকুরে বেশি বেশি ডুব দিলে বেশি গয়না পাবে। তাই ইচ্ছামতো ডুব দিয়েছিল। কিন্তু সোনার বদলে তার শরীর চুলকানিতে ভরে যায়। অতিরিক্ত লোভের জন্য সুখুর সারা গা চুলকাচ্ছিল।

প্রশ্ন-৫৩ তুলা নেওয়ার সময় সুখুর লোভের ফল কী হলো? (জ্ঞান)
অথবা, 'সেটা কাঁধে নিতেই কুঁজো হয়ে গেল।'— কে কুঁজো হয়ে গেল? কেন এ কথা বলা হয়েছে? (অনুধাবন)

উত্তর: বাতাসের পিছু পিছু গিয়ে সুখু বুড়ির বাড়ি পৌঁছে যায়। সে বুড়িকে নানাভাবে অপমান করে। সে তুলা ফেরত চায়। বুড়ি তুলার ঘর দেখিয়ে দেয়। তখন সুখু বিশাল এক প্যাটরা ভরে ইচ্ছামতো তুলা নিয়েছিল। সেই প্যাটরাটি কাঁধে নিতেই সে কুঁজো হয়ে যায়।

প্রশ্ন-৫৪ ফেরার পথে কলাগাছ সুখুকে কীভাবে শাস্তি দিলো? (অনুধাবন)

উত্তর: বুড়ির বাড়ি থেকে ফেরার পথে রাস্তার কলাগাছটির সাথে আবার দেখা হয় সুখুর। তখন কলাগাছের মনে পড়ে তার রূঢ় আচরণের কথা। কলাগাছ সুখুর আচরণের জন্য প্রতিশোধ হিসেবে একটি বড়ো পাতা ভেঙে তার মাথায় ফেলে।

প্রশ্ন-৫৫ 'সুখু আর দুখু' গল্পের শিক্ষণীয় বিষয় কী? (উচ্চতর দক্ষতা)

উত্তর: 'সুখু আর দুখু' গল্প থেকে আমরা শিখেছি লোভী হওয়া যাবে না। ভদ্রতা ও সততা মানুষের ভালো গুণ, যা শেষ পর্যন্ত ভালো ফল দেয়। লোভ মানুষকে ভুল পথে নেয়, ক্ষতি করে। দুখু লোভ করেনি তাই তার ভালো হয়েছে। অন্যদিকে সুখু লোভ করায় তার ক্ষতি হয়েছে।

পাঠ ৭ সাইক্লোন

প্রশ্ন-৫৬ কবিতায় কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা বলা হয়েছে? (জ্ঞান)

উত্তর: কবিতায় 'সাইক্লোন' নামক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা বলা হয়েছে। এর তাণ্ডবের কাছে পশুপাখি থেকে শুরু করে সবাই অসহায়। এটি জানমাল ও ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। এর ফলে খাল ও নদীর পানি ফুলে ওঠে।

প্রশ্ন-৫৭ চম্পাবতীর কেশ জলে ভাসছে কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে অন্যতম ভয়ংকর ও ধ্বংসাত্মক হলো সাইক্লোন। এর তাণ্ডবে ঘরবাড়ি, ফসলের মাঠ স্রোতে ভেসে যায়। মূলত এই সাইক্লোনের কারণে চম্পাবতীর কেশ জলে ভাসছে।

প্রশ্ন-৫৮ আজান দেওয়া ও শাঁখ বাজানোর কথা বলা হচ্ছে কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: 'সাইক্লোন' কবিতায় কবি সাইক্লোনের ধ্বংসাত্মক রূপটি তুলে ধরেছেন। সাইক্লোনের কাছে মানুষ থেকে শুরু করে পশুপাখি, গাছপালা, মাছ সবকিছু অসহায়। এটি আশেপাশের সবকিছু উড়িয়ে ও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাই সাইক্লোনের ধ্বংসলীলা থেকে মুক্তি পেতে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করার প্রসঙ্গে আজান দেওয়া ও শাঁখ বাজানোর কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন-৫৯ 'সাইক্লোন' কবিতায় কী চরকির মতো ঘুরতে থাকে এবং কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: 'সাইক্লোন' কবিতায় লক্ষীপ্যাঁচা ও পক্ষীছানার চরকির মতো ঘুরতে থাকার কথা বলা হয়েছে। কারণ সাইক্লোন আমাদের চারপাশের সবকিছু প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এর তাণ্ডব থেকে কোনো কিছুই রেহাই পায় না। তাই কবি লক্ষীপ্যাঁচা ও পক্ষীছানার ঘোরাকে চরকির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্ন-৬০ 'সাইক্লোন' কবিতায় সাইক্লোনের সময় খালের অবস্থা কেমন হয়? (অনুধাবন)

উত্তর: 'সাইক্লোন' কবিতায় সাইক্লোনের সময় খাল জলে ভরে ফুলে ওঠে। কারণ ঘূর্ণিঝড়ের সময় জোয়ারের পানি প্রচণ্ড বেগে খালের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এ সময় খাল পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে ফুলে ওঠে। তখন এর আশেপাশের এলাকা প্লাবিত হয়।

প্রশ্ন-৬১ বাতাস ফুঁড়ে কারা ডাক দিচ্ছে এবং কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: বাতাস ফুঁড়ে হারান মাঝি এবং পরান শেখ প্রাণপণে ডাক দিচ্ছে। সাইক্লোন ঘরের চাল, গাছের ডাল থেকে শুরু করে গরু-মহিষ, পশুপাখি, মাছ— সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর ঘূর্ণি হাওয়ায় খাল পানিতে ফুলে উঠছে এবং নৌকার পাল ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় তারা সাহায্যের জন্য বাতাস ফুঁড়ে ডাক দিচ্ছে।

প্রশ্ন-৬২ 'আকাশ ভেঙে কাচের গুঁড়ো'— ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: সাইক্লোন ঘরের চাল, গাছের ডাল থেকে শুরু করে গরু-মহিষ, পশুপাখি, মাছ সব উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘূর্ণি হাওয়ায় খালের পানি ফুলে উঠছে। নৌকার পাল ছিঁড়ে যাচ্ছে। আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির স্বচ্ছ ফোঁটাকে কবি কাচের গুঁড়োর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

প্রশ্ন-৬৩ 'সাইক্লোন' কবিতায় কী ভাসছে এবং কেন? (অনুধাবন)

[পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়, নেত্রকোণা ২০২৬]

উত্তর: 'সাইক্লোন' কবিতায় চম্পাবতীর কেশ এবং খড়ের ঘর স্রোতে ভাসছে। কেননা সাইক্লোনের প্রভাবে খাল পানিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং পানি লোকালয়ে প্রবেশ করে। এর স্রোতে ঘরবাড়ি ও ফসলের মাঠ সবকিছু পানিতে ভেসে যায়। এককথায় প্রাকৃতিক এই দুর্যোগের কাছে সবাই অসহায়।

প্রশ্ন-৬৪ 'সাইক্লোন' কবিতায় কী কী ডুবে যায়? (প্রয়োগ)

উত্তর: 'সাইক্লোন' কবিতায় পানিতে সমস্ত চর ডুবে যায়। চরে থাকা শেয়াল, কুকুর, কুঁকড়ো ও শালিকসহ সব প্রাণী ডুবে যায়। মূলত এর মাধ্যমে সাইক্লোনের ধ্বংসাত্মক রূপটিকে তুলে ধরা হয়েছে।

পাঠ ৮ রয়েল বেঙ্গল টাইগার

প্রশ্ন-৬৫ বিড়ালকে বাঘের মাসি বলা হয় কেন? (অনুধাবন)

[পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ২০২৬]

উত্তর: বাঘ বিড়াল প্রজাতির সবচেয়ে বড়ো প্রাণী। অর্থাৎ বিড়াল ও বাঘ একই প্রজাতির প্রাণী। এ কারণে বিড়ালকে বাঘের মাসি বলা হয়।

প্রশ্ন-৬৬ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের গায়ের রং কেমন? (অনুধাবন)

উত্তর: রয়েল বেঙ্গল টাইগারের গায়ের রং হলুদ থেকে গাঢ় কমলা হয়ে থাকে। এর গায়ে কালো রঙের ডোরাকাটা দাগ আছে। আর এর পেটের দিকের অংশটি সাধারণত সাদা রঙের হয়।

প্রশ্ন-৬৭ বাঘের প্রধান খাদ্য কী কী? (জ্ঞান)

উত্তর: বাঘ সাধারণত বনের অন্যান্য পশু শিকার করে খায়। এদের প্রধান খাদ্যের মধ্যে রয়েছে হরিণ, শূকর, বানরের মাংস ইত্যাদি। একটি বাঘ প্রতিদিন গড়ে ৭ থেকে ৮ কেজি খাবার খায়। ধারালো দাঁত ও মজবুত চোয়াল এদের খাবার চিবিয়ে খেতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন-৬৮ বাঘ কীভাবে সাঁতার কাটে? (অনুধাবন)

উত্তর: বাঘ খুব ভালো সাঁতার কাটতে পারে এবং অনায়াসেই নদী বা খাল পার হতে পারে। সাঁতার কাটার সময়ে বাঘ সবসময় সোজাসুজি এগিয়ে যায়। যদি স্রোতের কারণে কিছুটা দূরে সরে যায়, তবে সে আবারও ঠিক আগের জায়গায় ফিরে আসতে পারে।

প্রশ্ন-৬৯ বনে বাঘের রাজত্ব কেমন? (অনুধাবন)

উত্তর: এককেটি পুরুষ বাঘ বনের একটি নির্দিষ্ট অংশ জুড়ে রাজত্ব করে। সেই রাজত্বে সে অন্য পুরুষ বাঘকে ঢুকতে দেয় না। নিজের সীমানা রক্ষা করতে বাঘ অত্যন্ত সচেতন। এভাবেই বাঘের একটি নির্দিষ্ট অংশে সে রাজত্ব করে।

প্রশ্ন-৭০ বাঘের জীবনযাপন কেমন? (অনুধাবন)

উত্তর: একটি বাঘ সাধারণত ৩০ থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। বাঘিনী প্রতি তিন বছর অন্তর ৩-৪টি করে বাচ্চার জন্ম দেয়। বাচ্চারা প্রায় এক বছর পর্যন্ত তাদের মায়ের সঙ্গে থাকে। প্রতিটি পুরুষ বাঘ বনের একটি নির্দিষ্ট অংশে রাজত্ব করে। সেখানে সে অন্য পুরুষ বাঘকে ঢুকতে দেয় না।

প্রশ্ন-৭১ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাঘ কী ভূমিকা রাখে? (অনুধাবন)

উত্তর: পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাঘের কারণে মানুষ সুন্দরবনে ঢুকতে ও বনের গাছ কাটতে ভয় পায়। ফলে সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষা পায়। এভাবেই বাঘ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে।

প্রশ্ন-৭২ রয়েল বেঙ্গল টাইগার কমে যাওয়ার কারণ কী? (অনুধাবন)

[৮৮নং মানিকগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০২৬]

উত্তর: পৃথিবীতে অনেক প্রজাতির বাঘ আছে। এর মধ্যে রয়েল বেঙ্গল টাইগার সবচেয়ে রাজসিক। এদের আবাস সুন্দরবনে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে বাঘের জীবন বিপন্ন হয়। তাছাড়া কিছু লোক চামড়া ও অন্যান্য প্রত্যঙ্গের লোভে বাঘ মেরে ফেলে। তাই সুন্দরবনে দিন দিন বাঘের সংখ্যা কমছে।

প্রশ্ন-৭৩ 'সুন্দরবনকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব।' — ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। পৃথিবীতে বাংলাদেশের পরিচিতি ও গৌরব বাড়িয়েছে এই প্রাণী। বাঘের আবাস সুন্দরবনে। তাই আমাদের দায়িত্ব সুন্দরবনকে রক্ষা করা। সুন্দরবন না থাকলে বাঘ বাংলাদেশ থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে।

পাঠ ৯ টুকটুক ও চিকু

প্রশ্ন-৭৪ টুকটুক গান গেয়ে উঠল কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: সেদিন টুকটুক স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরছিল। মনে তার আনন্দের জোয়ার বইছে। কারণ আগামীকাল থেকে শুরু হবে গ্রীষ্মের ছুটি। দুই দিন পর মামাতো ভাইবোনেরা আসবে তাদের বাড়িতে। কী যে মজা হবে ভেবে খুশিতে ঝলমল করে ওঠে টুকটুকের মুখটা। টুকটুক তাই মনের আনন্দে গান গাইতে শুরু করে।

প্রশ্ন-৭৫ টুকটুক কোথায় বিড়ালছানাটিকে দেখতে পেল? (জ্ঞান)

উত্তর: বাড়ির কাছাকাছি এসে টুকটুক হঠাৎ মিউ মিউ শব্দ শুনতে পেল। কৌতূহলী চোখে সে এদিক-ওদিক তাকালো। শব্দ শুনে এগিয়ে যেতেই টুকটুক বাগানের কোণে একটা বিড়ালছানা দেখতে পেল। ছানাটি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কাঁপছে।

প্রশ্ন-৭৬ টুকটুকের মনে আনন্দের জোয়ার বইছে কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: আগামীকাল থেকে গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হবে। দুই দিন পর টুকটুকের মামাতো ভাইবোন আসবে বাড়িতে। তারা সবাই মিলে অনেক মজা করবে। এজন্য টুকটুকের মনে আনন্দের জোয়ার বইছে।

প্রশ্ন-৭৭ টুকটুক গুনগুনিয়ে কী গান গেয়ে উঠল? (জ্ঞান)

উত্তর: পরদিন থেকে গ্রীষ্মের ছুটি হবে। টুকটুকের মনে তাই অনেক আনন্দ। এই আনন্দকে উদ্‌যাপন করতে টুকটুক গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠল, 'আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি।'

প্রশ্ন-৭৮ বাগানের কোণে থাকা বিড়ালছানাটি কী অবস্থায় ছিল? (অনুধাবন)

উত্তর: বাগানের কোণে থাকা বিড়ালছানাটি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কাঁপছিল। তার শরীরে কাদামাটি মাখা ছিল। তার শরীর ছিল কঙ্কালসার। বিড়ালছানাটি মিউ মিউ করে ডাকছিল। তার একটি পা কেটে গিয়েছিল।

প্রশ্ন-৭৯ মা ঘর থেকে বের হয়ে কী দেখলেন? (জ্ঞান)

উত্তর: বাড়িতে এসে দরজায় পা দিয়েই টুকটুক 'মা' বলে ডাকতে থাকে। তখন তার মা বিচলিত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। তিনি দেখেন টুকটুক একটি বিড়ালছানা কোলে নিয়ে আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছে। আর্তস্বরে বিড়ালটি তখনও কাঁদছে।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্ন-৮০ বিড়ালছানাটির যত্ন নেওয়ার কথা শুনে টুকটুকের মা কী বললেন? (জ্ঞান)

উত্তর: বিড়ালছানাটির যত্ন নেওয়ার কথা শুনে টুকটুকের মা প্রথমে চিন্তিত হলেন। তারপর বললেন, 'বিড়ালের যত্ন নেওয়া কিন্তু কঠিন কাজ।' এরপর টুকটুকের কথা শুনে হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, চেষ্টা করো।'

প্রশ্ন-৮১ টুকটুক ছেলেগুলোকে থামাল কেন? (প্রয়োগ)
অথবা, 'কেউ তোমাদের এভাবে তাড়া করলে কেমন লাগত?'— ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: রাস্তায় খেলতে গিয়ে টুকটুক দেখল কয়েকটা ছেলে একটা বিড়ালছানাকে তাড়া করছে। এজন্য সে দৌড়ে গিয়ে তাদের থামাল। ছোট্ট প্রাণীকে মারার কারণ জানতে চাইল। ছেলেরা বলল, তারা মজা করছে। তখন টুকটুক বলল, তোমাদের কেউ তাড়া করলে কেমন লাগত?

প্রশ্ন-৮২ চিকু সারাদিন কী কী করত? (জ্ঞান)

উত্তর: চিকু দিনে দিনে সুস্থ ও হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে। সে টুকটুকের পেছন পেছন ঘুরে বেড়াত। রাতের বেলা বিছানায় টুকটুকের পাশে এসে ঘুমাত। আর সারাদিন সে লম্ফঝম্প করত।

প্রশ্ন-৮৩ বিড়ালছানাটি টুকটুককে কেন ধন্যবাদ জানাল? (অনুধাবন)

উত্তর: টুকটুক খেলতে গিয়ে দেখতে পেল, কয়েকটা ছেলে রাস্তায় একটা বিড়ালছানাকে তাড়া করছে। সে দৌড়ে গিয়ে তাদের থামায়। ছেলেদের হাত থেকে বাঁচিয়ে বিড়ালছানাটিকে টুকটুক মাঠের পাশে নিরাপদ জায়গায় ছেড়ে দেয়। এজন্য বিড়ালছানাটি টুকটুককে ধন্যবাদ জানাল।

পাঠ ১০ রাখাল ছেলে

প্রশ্ন-৮৪ রাখাল ছেলে কোথায় যাচ্ছে? কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: রাখাল ছেলেটি আঁকাবাঁকা পথ ধরে তার গ্রামের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। তার গ্রামটি সবুজ গাছপালায় ঘেরা আর সেখানে নীল আকাশ যেন মাটিতে নেমে এসেছে। সেই গ্রামের এক ছোট্ট কুটিরে তার মা একা বসে তার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাই সে তার মায়ের কাছে যাচ্ছে।

প্রশ্ন-৮৫ গ্রামটিকে 'সবুজ ঘেরা' বলা হয়েছে কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: গ্রামটি সবুজ গাছপালা এবং প্রকৃতির মাঝে অবস্থিত। সেখানে কলার পাতা বাতাসে দোলে। চারদিকের প্রকৃতি সজীবতায় ভরে আছে। গাছপালা, শিশির-ঝরা ঘাস, সরষে ফুল আর মটরশুঁটির সবুজে গ্রামটি পরিপূর্ণ। এ কারণে গ্রামটিকে 'সবুজ ঘেরা' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন-৮৬ রাখাল ছেলে কেন মায়ের কাছে যেতে চায়? (অনুধাবন)
অথবা, 'সেই ঘরেতে একলা বসে ডাকছে আমার মা'— ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: রাখাল ছেলের মা কুঁড়েঘরে একা বসে আছে। মা তাকে ডাকছে। তাই রাখাল ছেলে মায়ের কাছে যেতে চায়। মায়ের প্রতি তার রয়েছে তীব্র ভালোবাসা। সে কারণে সে দ্রুত মায়ের কাছে ফিরে যেতে চায়।

প্রশ্ন-৮৭ কবিতা থেকে গ্রামের সকালের বিবরণ দাও। (অনুধাবন)

উত্তর: 'রাখাল ছেলে' কবিতায় গ্রামের সকালের এক অপূর্ব দৃশ্য ফুটে উঠেছে। সকালে পুব আকাশে রঙিন মেঘের নৌকা ওড়ে। শিশির-ঝরা ঘাসে সারা রাতের স্বপ্ন সকালের মিষ্টি রোদে হাসে। সরষে ফুলের পাপড়ি দোলে। মটরশুঁটি রাখাল ছেলের পায়ে জড়িয়ে তাকে খেলতে ডাকে।

প্রশ্ন-৮৮ কবিতার প্রকৃতির সাথে তোমার চারপাশের প্রকৃতির তুলনা করো। (প্রয়োগ)

উত্তর: 'রাখাল ছেলে' কবিতায় গ্রামের এক অপরূপ চিত্র ফুটে উঠেছে। যেখানে সবুজ গ্রাম, ছোটো কুঁড়েঘর, শিশির-ঝরা ঘাস আর রঙিন মেঘের খেলা দেখা যায়। অন্যদিকে আমার চারপাশের প্রকৃতিতে গাছপালার চেয়ে দালানকোঠা বেশি। এখানে যান্ত্রিকতা ও কোলাহল বেশি।

প্রশ্ন-৮৯ রাখাল ছেলের গ্রামটি দেখতে কেমন? (অনুধাবন)

উত্তর: রাখাল ছেলের গ্রামটি দেখতে অনেক সুন্দর। গ্রামটি নীল আকাশের নিচে সবুজ গাছপালায় ঘেরা। সেখানে কলার পাতা বাতাসে দুলছে। সন্ধ্যাবেলায় আকাশ লাল রঙে ভরে যায়। ভোরের শিশির ঘাসগুলোকে ভিজিয়ে রাখে। এসব মিলিয়ে গ্রামটি দেখতে ছবির মতো সুন্দর ও শান্ত।

প্রশ্ন-৯০ 'রঙিন মেঘের নাও' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? (অনুধাবন)
অথবা, 'পুব আকাশে ছাড়ল সবে রঙিন মেঘের নাও।'— ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: 'রঙিন মেঘের নাও' বলতে ভোরের আকাশের লাল-আভাযুক্ত মেঘকে বোঝানো হয়েছে। সকালে সূর্যের আলো পড়ে পূর্ব আকাশের মেঘগুলো রঙিন হয়ে ওঠে। যখন মেঘগুলো আকাশে ভেসে বেড়ায়, তখন সেগুলোকে রঙিন নৌকার মতো মনে হয়।

প্রশ্ন-৯১ শিশির-ঝরা ঘাস দেখে রাখাল ছেলের কী মনে হয়? (অনুধাবন)

উত্তর: শিশির-ঝরা ঘাস দেখে রাখাল ছেলের মন আনন্দে ভরে যায়। রোদের আলোয় ঘাসের উপরের শিশিরগুলো চিকচিক করে ওঠে। তখন সেই শিশিরগুলোকে তার রাতে দেখা স্বপ্নের মতো মনে হয়। সে মনে করে তার স্বপ্নগুলোই যেন হাসছে।

প্রশ্ন-৯২ রাখাল ছেলেকে কারা খেলার জন্য ডাকছে? (অনুধাবন)

উত্তর: রাখাল ছেলেকে খেলার জন্য সকালের মিষ্টি বাতাস সরিষা ফুলের পাপড়ি নেড়ে ডাকছে। এমনকি পথের মটরশুঁটি গাছগুলো তার পায়ে জড়িয়ে ধরে তাকে খেলতে অনুরোধ করছে। সারা মাঠ যেন তাকে খেলার জন্য নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

প্রশ্ন-৯৩ রাখাল ছেলে কেন এখন কথা বলতে পারছে না? (অনুধাবন)
অথবা, 'সাঁঝের বেলা কইব কথা এখন তবে যাই!'— ব্যাখ্যা করো। (অনুধাবন)

উত্তর: সারা মাঠের প্রকৃতি রাখাল ছেলেকে খেলা করার জন্য ডাকছে। সকালের বাতাস, সরষে ফুল, মটরশুঁটির লতা সবাই তাকে ডাকছে। সারা মাঠ তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। রাখাল ছেলে তাদের এই ডাক এড়াতে পারছে না। তাই সে এখন কথা বলতে পারছে না।

পাঠ ১১ কুটির শিল্প

প্রশ্ন-৯৪ কুটির শিল্প কাকে বলে? (জ্ঞান)

উত্তর: বাংলাদেশে বেত, বাঁশ, মাটি ও পাট দিয়ে হাতে নানা রকম পণ্য তৈরি হয়। গ্রামের কুটিরে তৈরি হয় বলে এসব পণ্যকে কুটির পণ্য বলা হয়। কুটির পণ্যের মধ্যে আরো আছে জামদানি শাড়ি, তাঁতের শাড়ি, শীতলপাটি, শতরঞ্জি, নকশিকাঁথা, হাতপাখা ও গয়না। এসব পণ্যকে শিল্পের মর্যাদা দিয়ে বলা হয় কুটির শিল্প।

প্রশ্ন-৯৫ ইবনে বতুতা কে? তিনি কোন সময়ে বাংলাদেশে ভ্রমণ করতে এসেছিলেন? (জ্ঞান)

উত্তর: ইবনে বতুতা ছিলেন মরক্কোর একজন ভ্রমণকারী। তিনি চৌদ্দ শতকে বাংলাদেশে ভ্রমণ করতে এসেছিলেন। তাঁর বিবরণে বাংলার সমৃদ্ধ কুটির শিল্পের কথা প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন-৯৬ বাংলাদেশের নিদর্শন হিসেবে বিশ্বে মর্যাদা পেয়েছে কোন কোন পণ্য? (জ্ঞান)

উত্তর: জামদানি শাড়ি ও শীতল পাটি বাংলাদেশের অন্যতম কুটির শিল্প। তাঁতে তৈরি করা হয় জামদানি শাড়ি। আর চিকন বাঁশের মতো দেখতে মুর্তা গাছ দিয়ে বানানো হয় শীতলপাটি। এই দুটি কুটির পণ্য বাংলাদেশের নিদর্শন হিসেবে বিশ্বে মর্যাদা পেয়েছে।

প্রশ্ন-৯৭ 'কুটির শিল্প' রচনায় হাতে তৈরি জিনিসগুলোকে কেন কুটির পণ্য বলা হয় এবং সেগুলো কোথায় বিক্রি হয়? (অনুধাবন)

উত্তর: একসময় গ্রামের কুটিরে বিভিন্ন জিনিস তৈরি হতো। কুটিরে তৈরি হতো বলে হাতে তৈরি জিনিসগুলোকে কুটির পণ্য বলা হয়। সেগুলো বিক্রি করা হতো বাজারে বা মেলায়।

প্রশ্ন-৯৮ কোন কুটির পণ্যটি পৃথিবীজুড়ে বিখ্যাত ছিল এবং কারা ব্যবহার করতেন? (অনুধাবন)

উত্তর: সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে বানানো হতো মসলিন কাপড়। মসলিন পৃথিবীজুড়ে বিখ্যাত ছিল। মোগল বাদশাহ-বেগমেরা মসলিন কাপড় ব্যবহার করতেন।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্ন-৯৯ বেতের তৈরি পণ্যকে কী বলে? বেত দিয়ে কোন কোন জিনিস বানানো হয়? (অনুধাবন)

উত্তর: বাংলাদেশে অনেক ধরনের কুটির পণ্য রয়েছে। বেতের তৈরি পণ্যও কুটির পণ্য বা কুটির শিল্প। এই বেত দিয়ে বানানো হয় চেয়ার, টেবিল, দোলনা, বই রাখার তাক, ধামা।

প্রশ্ন-১০০ শীতলপাটি বানানোর উপকরণ ও এর ব্যবহার লেখো। (অনুধাবন)

অথবা, পাটি কী কাজে ব্যবহার হয় এবং এটি কী দিয়ে তৈরি করা হয়? (অনুধাবন)

উত্তর: খেজুরপাতা ও বেতের চটা দিয়ে পাটি বানানো হয়। এসব পাটি বসার আসন বা মাদুর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের বিশেষ একধরনের পাটির নাম শীতলপাটি। এটি চিকন বাঁশের মতো মুর্তা গাছ দিয়ে বানানো হয়। শীতলপাটিও বাংলাদেশের নিদর্শন হিসেবে বিশ্বে মর্যাদা পেয়েছে।

প্রশ্ন-১০১ নকশিকাঁথা কীভাবে তৈরি করা হয়? (অনুধাবন)

উত্তর: নকশি কাঁথা হলো বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ কুটির শিল্প। গ্রামের নারীরা মেঝেতে কাপড় পেড়ে কাঁথা বানায়। তারপর সেই কাঁথায় নকশা করে ফুল, লতা, পাতা এঁকে নকশিকাঁথা তৈরি করা হয়।

প্রশ্ন-১০২ কুটির পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কেন গড়ে উঠেছে? (অনুধাবন)

উত্তর: কুটির পণ্যগুলো আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। এ পণ্য দৈনন্দিন নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া গৃহসজ্জায় এর সমাদর রয়েছে। নাগরিক মানুষের প্রবল চাহিদার কারণে বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে কুটির পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।

প্রশ্ন-১০৩ তাঁতে তৈরি কাপড় সম্পর্কে কী জানো? সংক্ষেপে লেখো। (প্রয়োগ)

উত্তর: তাঁতে তৈরি করা কাপড় কুটির শিল্পের অন্যতম নমুনা। কলকারখানা আবিষ্কারের আগে এ দেশের মানুষ তাঁতে বোনা কাপড় পরত। এখনও তাঁতিরা শাড়ি, লুঙ্গি, চাদর, গামছা ইত্যাদি তৈরি করেন। তাঁতে তৈরি জামদানি শাড়ি বাংলাদেশের নিদর্শন হিসেবে বিশ্বে সুপরিচিত।

পাঠ ১২ শিষ্যের সাধনা

প্রশ্ন-১০৪ একলব্য কেন দ্রোণের কাছে ছুটে গিয়েছিল? (অনুধাবন)

উত্তর: একলব্য মনে মনে একজন মস্ত বড়ো বীর হতে চেয়েছিল। সে শুনেছিল যে দ্রোণ রাজপুত্রদের তির চালনা শেখান। একলব্য বিশ্বাস করত যে দ্রোণের কাছে শিখতে পারলে তার মনের ইচ্ছা পূরণ হবে। তাই সে নিজের ইচ্ছা পূরণের আশায় সাহসে বুক বেঁধে দ্রোণের কাছে ছুটে গিয়েছিল।

প্রশ্ন-১০৫ দ্রোণ একলব্যকে তির চালনা শেখাতে রাজি হননি কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: একলব্য রাজবাড়ির মাঠে গিয়ে দ্রোণের কাছে তির চালনা শেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে। পরিচয় জিজ্ঞেস করায় একলব্য বলে, সে একজন সাধারণ শিকারির ছেলে। দ্রোণ তখন বিরক্ত হয়ে জানান যে, তিনি শুধু রাজকুমারদেরই শিক্ষা দেন। মূলত একলব্য সাধারণ শিকারির ছেলে হওয়ায় দ্রোণ তাকে ফিরিয়ে দেন।

প্রশ্ন-১০৬ দ্রোণ ফিরিয়ে দিলে একলব্য কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: দ্রোণ ফিরিয়ে দেওয়ার পর একলব্য নিজে নিজেই তির চালনা অনুশীলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে তির চালনায় মস্ত বীর হতে চেয়েছিল। কিন্তু দ্রোণ তাকে জানিয়ে দেন যে, তিনি কেবল রাজকুমারদেরই তির চালনা শেখান। তাই দ্রোণ না শেখালেও নিজের মনের ইচ্ছা পূরণ করার জন্যই একলব্য নিজে নিজে শেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

প্রশ্ন-১০৭ একলব্য কেন কুকুরের মুখে তির মেরেছিল? (অনুধাবন)

উত্তর: রাজপুত্রের মধ্যে তৃতীয় জন একটা হরিণ দেখে সেটির পিছু নেয়। কিন্তু সেটি হারিয়ে যায়। শিকারি কুকুর সেটির পিছু নিয়ে চিৎকার করে ডাকে। কুকুরটির চিৎকার একলব্যের সাধনার ব্যাঘাত করছিল। তাই চিৎকার বন্ধ করতেই একলব্য কুকুরের মুখে তির মেরেছিল।

প্রশ্ন-১০৮ কুকুরের মুখে কীভাবে তির মারা হয়েছিল? (অনুধাবন)

উত্তর: দ্রোণ রাজপুত্রদের তির চালনার পরীক্ষা নিতে বনে আসেন। এমন সময় একলব্যও বনে তির চালনা অনুশীলন করছিল। তৃতীয় রাজপুত্রের কুকুর ডাকাডাকি শুরু করলে একলব্য কুকুরটির মুখে পাঁচটা তির গেঁথে দেয়। কুকুরের মুখে এমন নিখুঁতভাবে তির মারা হয়েছিল যেন কুকুরটি কষ্ট না পায়।

প্রশ্ন-১০৯ তৃতীয় রাজপুত্রের অহংকার কেন ধুলায় মিশে গেল? (অনুধাবন)

উত্তর: তৃতীয় রাজকুমার তির নিক্ষেপে সবচেয়ে দক্ষ ছিল। এটি নিয়ে তার অহংকারও ছিল। কিন্তু তিনি দেখলেন এক যুবক তার কুকুরের মুখে রক্ত না ঝরিয়ে দারুণ কৌশলে তির মেরেছে। নিজের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এমন কৌশল দেখে তার অহংকার ধুলায় মিশে গেল।

প্রশ্ন-১১০ দ্রোণ কুকুরের দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: দ্রোণ কুকুরের মুখের চারপাশে পাঁচটি তির বিঁধে থাকতে দেখলেন। তিরের আঘাতে কুকুরটির মুখে কোনো রক্তের দাগ বা যন্ত্রণার লক্ষণ ছিল না। রাজপুত্রদের গুরু হওয়া সত্ত্বেও এমন আশ্চর্যজনক তির চালনার বিদ্যা তিনি নিজেও জানতেন না। চোখের সামনে এমন অবিশ্বাস্য কৌশল দেখেই তিনি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

প্রশ্ন-১১১ দ্রোণ একলব্যকে ফিরিয়ে দিলেও একলব্য কীভাবে সেরা তিরন্দাজ হয়ে উঠল? (অনুধাবন)

উত্তর: দ্রোণ একলব্যকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ না করে একদিন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু একলব্য দ্রোণকে মনে মনে নিজের গুরু মেনে নিয়েছিল। সে বনের এক কোণে অনেক দিন একা একা নিবিড়ভাবে তির চালনার সাধনা করে গেছে। এই নিবিড় অনুশীলনই একলব্যকে সেরা তিরন্দাজ বানিয়েছিল।

পাঠ ১৩ পাখির মতো

প্রশ্ন-১১২ পাঠে কবির মন বসে না কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: কবির আম্মা ও আব্বা কবিকে মনোযোগ দিয়ে পড়তে বলেন কিন্তু কবির পড়ায় মন বসে না। ঘরের বন্ধ পরিবেশের চেয়ে বাইরের খোলা প্রকৃতি তাঁর বেশি ভালো লাগে। বাইরের কাঁঠালচাঁপা ফুল থেকে খুব সুন্দর একটা সুবাস জানালা দিয়ে ঘরে আসে, সেই ফুলের মিষ্টি গন্ধেই কবির মন বইয়ের পড়া ছেড়ে বাইরের দিকে ছুটে যায়।

প্রশ্ন-১১৩ কবি কেন নদীর কাছে থাকতে চান? (অনুধাবন)

উত্তর: নদীর পানি সবসময় স্বাধীনভাবে বয়ে চলে। কবিও নদীর মতো কোনো বাধা ছাড়া নিজের ইচ্ছামতো বাঁচতে চান। নদীর রূপ কবিকে ঘরের বন্দি জীবন থেকে মুক্তি দেয়। সেই মুক্তির খোঁজে কবি সবসময় নদীর কাছে থাকতে চান।

প্রশ্ন-১১৪ কবি কেন শহর ছেড়ে সবুজ গাঁয়ে ঘুরতে চান? (অনুধাবন)

উত্তর: কবি পাখির মতো উড়ে শহর ছেড়ে সবুজ গ্রামে ঘুরতে চান। কারণ তিনি শহরের কোলাহল ছেড়ে দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে চান। গ্রামের সবুজ মাঠ আর শান্ত পরিবেশ তাকে খুব টানে। তাই সবুজ ঘাসে ঘেরা সুন্দর গ্রামে স্বাধীন পাখির মতো মনের সুখে ঘুরে বেড়ানোর কথাই তিনি ভাবেন।

প্রশ্ন-১১৫ 'পাখির মতো বন্য' হওয়ার মাধ্যমে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উত্তর: সবাই পড়ালেখা শিখে মস্ত বড়ো মানুষ হতে চায়। কিন্তু কবি মনে করেন পাখিরা অনেক বেশি সুখী। তাদের কোনো খাঁচায় বা নিয়মে বন্দি হয়ে থাকতে হয় না। কবিও সমাজের তৈরি করা কোনো নিয়মের মধ্যে আটকে থাকতে চান না। তিনি বনের পাখির মতোই মুক্তভাবে বাঁচতে চেয়েছেন।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

পাঠ ১৪ কুপোকাত

প্রশ্ন-১১৬ পশুদের সভা কেন ডাকা হয়েছিল? (অনুধাবন)

উত্তর: বনের এক ভীষণ বাঘের অত্যাচারে সকলের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থা থেকে বাঁচতে শেয়াল বাঘের সঙ্গে চুক্তি করে যে, প্রতিদিন তাকে একটি করে পশু উপহার দেওয়া হবে। প্রথম দিন খরগোশকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলেও সে রাজি হয়নি। তাই তাকে বোঝানোর জন্যই এই সভা ডাকা হয়েছিল।

প্রশ্ন-১১৭ বাঘের সাথে শেয়ালের কেন আপস-রফা বা চুক্তি হয়েছিল? (অনুধাবন)

উত্তর: শেয়াল অনেক কষ্টে বাঘের সঙ্গে চুক্তি করেছিল। চুক্তি অনুযায়ী বাঘকে রোজ একটি করে পশু উপহার দেওয়ার কথা ছিল। উপহার পেলে বাঘ অকারণে অন্য কোনো প্রাণী হত্যা করবে না। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেদিন খরগোশের বাঘের খাদ্য হিসেবে যাওয়ার কথা ছিল।

প্রশ্ন-১১৮ খরগোশ কেন বাঘের গুহায় যেতে রাজি হচ্ছিল না? (অনুধাবন)

উত্তর: খরগোশ নিজেকে বাঘের খাবার হিসেবে নিজেকে বিসর্জন করতে রাজি ছিল না। সে অন্যের খাদ্য হয়ে নিজের জীবন দিতে চায়নি। সে নিজে বেঁচে থাকতে এবং খেতে চেয়েছিল। তাই সে সকলের এই অন্যায় সিদ্ধান্ত মানতে রাজি হচ্ছিল না।

প্রশ্ন-১১৯ শেয়াল কেন খরগোশকে বাঘের গুহায় বীরের মতো এগিয়ে যেতে বলেছিল? (অনুধাবন)

উত্তর: শেয়াল অনেক কষ্টে বাঘকে শান্ত করেছিল যেন সে অকারণে অন্য প্রাণী হত্যা না করে। বাঘের শর্ত ছিল প্রতিদিন একটি করে পশু উপহার দিতে হবে। শেয়াল সকলের মঙ্গালের জন্য খরগোশকে প্রাণ বিসর্জন দিতে বলে। কারণ আজ সে যদি বীরের মতো এগিয়ে যায় তাহলে কাল সবাই তার পথ অনুসরণ করবে।

প্রশ্ন-১২০ বাঘ কেন খরগোশের ওপর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়েছিল? (অনুধাবন)

উত্তর: বাঘের শর্ত ছিল সূর্য মাথার উপর ওঠার সাথে সাথে তার দুপুরের খাদ্য হাজির হতে হবে। কিন্তু খরগোশ বাঘের কাছে পৌঁছাতে অনেক বেশি দেরি করে। ক্ষুধায় বাঘ প্রচণ্ড অস্থির হয়ে উঠেছিল। সময়মতো হাজির না হওয়ায় বাঘ খরগোশের ওপর ক্ষিপ্ত হয়েছিল।

প্রশ্ন-১২১ খরগোশ বাঘের কাছে তার দেরিতে আসার কী কারণ দেখিয়েছিল? (অনুধাবন)

উত্তর: খরগোশ বলে যে বাঘের জন্য তার মোটাসোটা সেজ আপাকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু পথিমধ্যে অন্য একটি রাগী বাঘ তার সেই মুখের খাবার কেড়ে নেয়। সেই অন্য বাঘটি খরগোশের সেজ আপাকে খেয়ে ফেলে। এই বিপদের কারণেই তার আসতে দেরি হয়েছে বলে খরগোশ বাঘকে জানায়।

প্রশ্ন-১২২ খরগোশ কীভাবে বাঘকে কুপোকাত করেছিল? (অনুধাবন)

উত্তর: খরগোশ বাঘটিকে পথ দেখিয়ে একটি গভীর কুয়োর পাড়ে নিয়ে আসে। সে কুয়োর ভেতরের পানিকে অন্য বাঘের গুহা বলে বাঘকে দেখতে বলে। বাঘ কুয়োর পানিতে নিজের ছায়া দেখে সেটিকে আসল বাঘ ভেবে ভুল করে। রাগে অন্ধ হয়ে বাঘটি কুয়োর ভেতর ঝাঁপ দেয় এবং পানিতে হাবুডুবু খেয়ে মারা যায়।

পাঠ ১৫ সংকল্প

প্রশ্ন-১২৩ কবি বন্ধ ঘরে থাকতে চান না কেন? *[প্রা. বৃ. প. ২৩]*

উত্তর: কবি জগৎটাকে ঘুরে দেখতে চান বলে বন্ধ ঘরে থাকতে চান না। তিনি দেখতে চান মানুষ কীভাবে যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে ঘুরছে এবং দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটছে। তিনি জানতে চান কীসের নেশায় বীরেরা মৃত্যুকে বরণ করছে, কীভাবে বীর ডুবুরিরা সিন্ধু সেঁচে মুক্তা আনছে। মূলত অজানা বিষয়কে জানার তীব্র আগ্রহের জন্যই কবি বন্ধ ঘরে থাকতে চান না।

প্রশ্ন-১২৪ কীসের আশায় মানুষ মরণকে বরণ করছে? (অনুধাবন)

উত্তর: বিশ্বের অজানা বিষয়কে জানার জন্য মানুষ মৃত্যুকেও বরণ করে নেয়। অজানা বিষয়কে জানার ইচ্ছা মানুষের কাছে নেশার মতো। তারা অজেয় জয় করতে চায়। রহস্য ভেদ করতে চায়। নতুন জিনিস আবিষ্কার করতে চায়। এসব কিছু করার জন্যই মূলত মানুষ মরণকে বরণ করছে।

প্রশ্ন-১২৫ বীর ডুবুরি কীভাবে মুক্তা সংগ্রহ করে আনে? (প্রয়োগ)

উত্তর: 'সংকল্প' কবিতায় কবি বীর ডুবুরিদের অসীম সাহসের কথা তুলে ধরেছেন। বীর ডুবুরিরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্রের তলদেশ থেকে মুক্তা সংগ্রহ করে আনে। তারা সমুদ্র সেঁচে অজানাকে জানার নেশায় এই কঠিন কাজটি করে। মূলত বীর ডুবুরিরা মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে অদম্য কৌতূহল মেটাতে সমুদ্র তলদেশ থেকে মুক্তা আহরণ করে।

প্রশ্ন-১২৬ 'সংকল্প' কবিতায় কবি কীভাবে যুদ্ধ-জাহাজ ছুটে চলার কথা বলেছেন? (অনুধাবন)

উত্তর: 'সংকল্প' কবিতায় কবি মানুষের অদম্য অভিযানের কথা বলেছেন। উত্তাল সমুদ্রের বুকে মানুষ দাপটের সঙ্গে যুদ্ধ-জাহাজ চালিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলছে। অজানাকে জয় করার নেশায় দুঃসাহসীরা যুদ্ধ-জাহাজে চড়ে বিশাল জলরাশি পাড়ি দিচ্ছে। মোটকথা মানুষের অদম্য সাহসের বিষয়টি কবিতায় ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন-১২৭ 'আমার সীমার বাঁধন টুটে' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? (অনুধাবন)

উত্তর: কবি পৃথিবীর কোনো রহস্যই অজানা রাখতে চান না। তিনি মনে করেন, মানুষের অদম্য কৌতূহল ও সাহস দিয়ে সব বাধা ভেঙে ফেলা সম্ভব। কবি অজানাকে জানার জন্য নিজের সীমাবদ্ধতা ছিন্ন করতে চান। মূলত নিজের অদম্য ইচ্ছা ও সংকল্পকে বোঝাতেই কবি এই কথাটি বলেছেন।

প্রশ্ন-১২৮ 'সংকল্প' কবিতায় কবি কেন পাতাল ফেড়ে নিচে নামার কথা বলেছেন? (অনুধাবন)

উত্তর: 'সংকল্প' কবিতায় কবি অজানাকে জানার জন্য পাতাল ফেড়ে নিচে নামার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। মাটির গভীরে কী রহস্য লুকিয়ে আছে তা তিনি জানতে চান। তিনি মাটির নিচের অজানা রহস্যকে নিজের হাতের মুঠোয় আনতে চান। মূলত অদেখাকে দেখার সংকল্প থেকে কবি পাতাল ফেড়ে নিচে নামার কথা বলেছেন।

পাঠ ১৬ স্মরণীয় যাঁরা বরণীয় যাঁরা

প্রশ্ন-১২৯ ২৫শে মার্চ রাতে সংবাদপত্র অফিসগুলোর ওপর কেন আক্রমণ করা হয়েছিল? (অনুধাবন)

উত্তর: ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকার নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত মানুষের ওপর গণহত্যা চালায়। সেই রাতে তারা অনেক সংবাদপত্র অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই হামলায় বহু সাংবাদিক ও লেখককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। মূলত গণহত্যার তথ্য প্রকাশকে বন্ধ করাই ছিল তাদের লক্ষ্য।

প্রশ্ন-১৩০ শহীদ সাবের কে ছিলেন? তিনি কীভাবে শহিদ হন? (অনুধাবন)

উত্তর: শহীদ সাবের ছিলেন একজন লেখক ও সাংবাদিক। পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা সংবাদপত্র অফিসগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। সেই রাতে শহীদ সাবের পত্রিকা অফিসেই ঘুমাচ্ছিলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় পুড়ে শহিদ হন তিনি।

প্রশ্ন-১৩১ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে কেন পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করেছিল? (অনুধাবন)

উত্তর: ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। তিনি ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে প্রথম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলেছিলেন। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর এই বলিষ্ঠ অবদানের কারণে হানাদারেরা তাঁকে লক্ষ্যবস্তু বানায়। অবশেষে কুমিল্লার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে শত্রু সেনারা তাঁকে হত্যা করে।

প্রশ্ন-১৩২ রণদাপ্রসাদ সাহাকে কেন দানবীর বলা হয়? (অনুধাবন)

উত্তর: রণদাপ্রসাদ সাহা ছিলেন এ দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ। তিনি নিজের জীবন ও সম্পদ দেশের মানুষের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর এই অসাধারণ দানশীলতার জন্য মানুষ তাঁকে 'দানবীর' বলে ডাকত। এই মহান সমাজসেবককেও পাকিস্তানি সেনারা রেহাই দেয়নি।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্ন-১৩৩ পাকিস্তানি বাহিনী কেন সুরসাধক আলতাফ মাহমুদের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল? (অনুধাবন)

উত্তর: আলতাফ মাহমুদ ছিলেন একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষাশহিদদের স্মরণে গাওয়া বিখ্যাত গানের সুরকার। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানে তিনি সুর দিয়েছিলেন। তাঁর এই সুর বাঙালিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করত। বাঙালিদের এই জাগরণ সহ্য করতে না পেরে পাকিস্তানি বাহিনী তাঁর প্রাণ কেড়ে নেয়।

প্রশ্ন-১৩৪ মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষের দিকে পাকিস্তানিরা বুদ্ধিজীবীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল কেন? (অনুধাবন)

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে পাকিস্তানিরা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের পরাজয় অবধারিত। তখন তারা এ দেশকে মেধাশূন্য করার এক জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা জানত চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সৃষ্টিশীল মানুষদের হত্যা করলে এ দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। তাই ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারা পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে।

পাঠ ১৭ মাটির নিচে পুরানো নগর

প্রশ্ন-১৩৫ উয়ারী-বটেশ্বরকে ময়নামতি বা মহাস্থানগড়ের চেয়ে পুরোনো নগর বলা হয় কেন? (প্রয়োগ)

উত্তর: কুমিল্লার ময়নামতিতে সাত-আট শতকের দিকে এবং বগুড়ার মহাস্থানগড়ে তৃতীয় শতকের পরে নগর গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে উয়ারী-বটেশ্বরে খ্রিস্টপূর্ব ছয়-সাত শতকে নগর গড়ে উঠেছিল বলে ধারণা করা হয়। এ থেকে স্পষ্ট যে উয়ারী-বটেশ্বরের সভ্যতা ময়নামতি বা মহাস্থানগড়ের চেয়ে অনেক আগের। তাই উয়ারী ও বটেশ্বরকে এগুলোর চেয়েও পুরোনো প্রাচীন নগর বলা হয়।

প্রশ্ন-১৩৬ প্রাচীনকালে উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলটি কীভাবে সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে গড়ে ওঠে? (অনুধাবন)

উত্তর: প্রাচীনকালে উয়ারী-বটেশ্বরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদীপথে মানুষ বাণিজ্য করত। সেই নদী থেকে বঙ্গোপসাগর হয়ে সমুদ্রপথে দূরবর্তী রোমান সাম্রাজ্যের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল। এই নদী ও সমুদ্রপথের কারণে অঞ্চলটিতে আন্তর্জাতিক ব্যাবসাবাণিজ্য প্রসার লাভ করে। এসব সুবিধার কারণেই প্রাচীন উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলটি খুবই সমৃদ্ধ ছিল।

প্রশ্ন-১৩৭ শিক্ষক হানিফ পাঠান কীভাবে উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সন্ধান পেয়েছিলেন? (অনুধাবন)

উত্তর: উয়ারী-বটেশ্বরের সাধারণ শ্রমিকেরা মাটি কাটার সময় প্রায়ই বিভিন্ন পুরানো জিনিসপত্র পেতেন। ১৯৩৩ সালে উয়ারী গ্রামে একটা পাত্রে জমানো কিছু প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায়। ওখানকার স্কুলশিক্ষক হানিফ পাঠান সেখান থেকে ২০-৩০টি মুদ্রা সংগ্রহ করেন। এভাবেই তিনি পুরানো জিনিসের সূত্র ধরে এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সন্ধান পান।

প্রশ্ন-১৩৮ ২০০০ সালে উয়ারী-বটেশ্বর এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজের গুরুত্ব কেমন ছিল? (অনুধাবন)

উত্তর: ২০০০ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা উয়ারী-বটেশ্বর এলাকায় খননকাজ শুরু করেন। এর ফলে মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকা আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন এক দুর্গ-নগরের সন্ধান মেলে। এছাড়াও মাটির নিচ থেকে রাস্তা, বন্দর, গলি ও মূল্যবান জিনিসপত্র আবিষ্কৃত হয়। এই খননকাজটি মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা একটি প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কার করতে সাহায্য করেছিল।

পাঠ ১৮ ইচ্ছামতী

প্রশ্ন-১৩৯ 'ইচ্ছামতী' কবিতায় কবি কী হতে চান? কেন হতে চান? (অনুধাবন)

উত্তর: কবি ইচ্ছামতী নদী হতে চান। কারণ এই নদী হলে তিনি তার মনের সব ইচ্ছা পূরণ করার স্বাধীনতা পাবেন। তিনি নদী হয়ে গায়ের ঘাটে, দূরের মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াবেন। তিনি নদীর ঝলমলে আলোর আনন্দ এবং রহস্য দুটোই অনুভব করতে চান। মূলত তিনি প্রকৃতির বিশালতায় মিশে যেতে চেয়েছেন।

প্রশ্ন-১৪০ 'আধেক কথা দিনের বেলায়, আধেক কথা রাতে'— চরণটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? (অনুধাবন)

উত্তর: ইচ্ছামতী নদী হয়ে কবি দুই পারের মানুষের সাথে মনের কথা বলতে চান। দিনের বেলায় তিনি মানুষের সাথে কিছু মনের কথা ভাগ করে নেবেন। আবার রাতের শান্ত পরিবেশে বাকি কথাগুলো বলবেন। দিন ও রাতের ভিন্ন রূপের সাথে মিলিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতেই এই কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন-১৪১ দূর থেকে আসা মানুষদের কবি কেন 'অদ্ভুতের একশেষ' বলেছেন? (অনুধাবন)

উত্তর: নদীপথে দূর থেকে অনেক নতুন মানুষ ঘাটে এসে উপস্থিত হয়। কবি এই মানুষদের নাম এবং গ্রাম সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তাদের বেশভূষাও কবির কাছে একেবারে অন্যরকম ও নতুন মনে হয়। এই অপরিচিত ও বিচিত্র রূপের কারণেই কবি তাদের 'অদ্ভুতের একশেষ' বলেছেন।

প্রশ্ন-১৪২ ঘাটের ধাপের নিচে তলিয়ে থাকা অন্ধকার দেখে কবির কেমন অনুভূতি হয়? (অনুধাবন)

উত্তর: ঘাটের শেষ ধাপগুলো নদীর একদম নিচে ডুবে থাকে। সেই পানির নিচের অতলে কারা যেন চুপচাপ বসে আছে বলে কবির মনে হয়। তারা সেখানে আপন মনে কী করছে তা ভাবতেই কবির ভয় ভয় করে। সেই রহস্যময় অন্ধকারের দিকে তাকাতে কবির গা ছমছম করা অনুভূতি হয়।

প্রশ্ন-১৪৩ 'দিনের বেলায় যাওয়া আসা, রাত্তিরে থম থম!'— কথাটি দিয়ে নদীপাড়ের কোন রূপ বোঝানো হয়েছে? (অনুধাবন)

উত্তর: নদীর একধারে রয়েছে সবুজ রঙের মাঠ-ঘাট। আর অন্যধারে ধু ধু বালুর চর রৌদ্রে পুড়ছে। দিনের বেলায় এই চরের ওপর দিয়ে মানুষের চলাচল বজায় থাকে। কিন্তু রাত নামলেই সেই বালুর চর থমথমে হয়ে যায়। চরের এই থমথমে রূপের দিকে তাকালে ভয়ে কবির গা ছমছম করে।

পাঠ ২০ শিক্ষাগুরুর মর্যাদা

প্রশ্ন-১৪৪ শাহজাদাকে শিক্ষকের পায়ে শুধু পানি ঢালতে দেখে বাদশা আলমগীর কী মনে করেছিলেন? (অনুধাবন)

উত্তর: বাদশা আলমগীর একদিন সকালে দেখেন তাঁর পুত্র শিক্ষকের পায়ে পানি ঢালছে আর শিক্ষক নিজে হাতে তাঁর পা পরিষ্কার করছেন। এই দৃশ্য দেখে বাদশা মনে করেন তাঁর পুত্র শিক্ষকের পা নিজ হাতে ধুয়ে না দিয়ে গুরুজনকে অবহেলা ও বেয়াদবি করেছে। সন্তানের এই আচরণে বাদশাহর মনে হয়েছিল তাঁর পুত্র শিক্ষকের কাছে কোনো সৌজন্য ও আদব শিখতে পারেনি।

প্রশ্ন-১৪৫ শিক্ষক কেন ভয় পেলেন? (অনুধাবন)

উত্তর: শিক্ষক বাদশাহ আলমগীরের পুত্রকে দিয়ে পা ধোওয়ানোর জন্য পানি ঢালানোর সময় তা দেখে ফেলেন বাদশাহ। শিক্ষক এতে ভয় পেয়ে ভাবেন তাঁর বুঝি আর নিস্তার নেই। কেননা বাদশাহের পুত্রকে দিয়ে পানি ঢালানোর মতো স্পর্ধার কাজ এর আগে কেউ কোনোদিন করেনি। এ কারণে তিনি ভয় পেলেন।

প্রশ্ন-১৪৬ শিক্ষক কী ভেবে মনে সাহস পেলেন? (অনুধাবন)

উত্তর: শিক্ষক ভাবলেন, তাঁর গর্দান কিংবা মাথা কাটা গেলেও তিনি ভয় পাবেন না। কারণ শিক্ষক সবার শ্রেষ্ঠ। দিল্লির অধিপতিকে তাই ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বাদশাহ কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি শাস্ত্রের কথা শোনাবেন। এই ভেবে শিক্ষক মনে সাহস পেলেন।

প্রশ্ন-১৪৭ শিক্ষক কীভাবে বাদশাহর সুনাম করলেন? (অনুধাবন)

উত্তর: উচ্ছ্বাস নিয়ে শিক্ষক প্রথমে সগৌরবে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি বাদশাহকে কুর্নিশ করলেন। আর বললেন, আজ থেকে শিক্ষাগুরুর মর্যাদা চির উন্নত হলো। বাদশাহ আলমগীর সত্যিই মহান ও উদার মানুষ।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্ন-১৪৮ শিক্ষকের উচ্ছ্বাসের কারণ কী? (অনুধাবন)
উত্তর: বাদশাহর পুত্রকে দিয়ে পায়ে পানি ঢালিয়ে বড়ো কোনো অপরাধ করেছেন ভেবে শিক্ষক ভীত ছিলেন। শিক্ষক ভাবলেন এ কারণে তাঁর প্রাণ চলে যাবে। কিন্তু বাদশাহ শিক্ষককে ডেকে জানতে চাইলেন, তাঁর পুত্র কেন গুরুর পা নিজ হাতে পরিষ্কার করে দিলো না এবং তাঁর সন্তান নিজ হাতে শিক্ষকের পা পরিষ্কার করে দেয়নি বলে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। বাদশাহ আলমগীরের এই উদারতা দেখে শিক্ষক উচ্ছ্বসিত হন।

প্রশ্ন-১৪৯ 'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা' কবিতাটি কে লিখেছেন? কবিতায় কী বর্ণনা করা হয়েছে? (অনুধাবন)
উত্তর: 'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা' কবিতাটি লিখেছেন কাজী কাদের নেওয়াজ। কবিতায় শিক্ষকের মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। দিল্লির বাদশাহও যে শিক্ষকের স্থান সবার উপরে বিবেচনা করেন তা বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি শাহজাদাও যে শিক্ষককে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে তার পায়ে পানি ঢেলে দিতে কুণ্ঠিতবোধ করেন না তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

পাঠ ২১ বিদায় হজের ভাষণ

প্রশ্ন-১৫০ দশম হিজরিতে আরব দেশের অবস্থা কেমন ছিল? (অনুধাবন)
উত্তর: দশম হিজরির দিকে আরবের অনেক মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স) তখন মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন শান্তি ও সাম্যের বাণী। মহানবি (স) তখন মদিনায় বাস করতেন। এই সুন্দর ও শান্ত পরিবেশে মহানবি (স) মক্কায় হজ করতে যেতে চাইলেন।

প্রশ্ন-১৫১ মহানবি (স)-এর মক্কায় যাওয়ার খবর শুনে মদিনার হাজার হাজার মানুষ কেন তাঁর কাছে জড়ো হয়েছিল?
উত্তর: দশম হিজরিতে মহানবি (স) মদিনায় বসবাস করার সময় মক্কায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই খবরটি দ্রুত চারদিকে পড়ে। প্রিয় নবির সঙ্গে মক্কায় গিয়ে হজ পালনের জন্য সবাই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।। মূলত নবির প্রতি গভীর ভালোবাসা ও তাঁর সাথে পবিত্র সফরে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিল।

প্রশ্ন-১৫২ দশম হিজরির ভাষণকে বিদায় হজের ভাষণ বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
উত্তর: দশম হিজরিতে মহানবি (স) তাঁর জীবনের শেষ হজ পালন করেন। সেসময় তিনি আরাফাতের ময়দানে সমবেত মানুষের উদ্দেশে ভাষণ দেন। অর্থাৎ তিনি জীবনের শেষ হজে শেষ ভাষণ দেন। এ কারণেই এটিকে বিদায় হজের ভাষণ বলা হয়।

প্রশ্ন-১৫৩ গোলাম যদি আমির হয় তাকে অনুসরণ করতে হবে কেন?
উত্তর: মহানবি (স) বিদায় হজের ভাষণে গোলামদের অধিকার বিষয়ে একটি ঘোষণা দেন, 'কোনো গোলাম যদি নিজের যোগ্যতায় আমির হয়, তবে তাকে মেনে চলবে।' গোলামও অন্যদের মতোই আল্লাহর বান্দা। তাই তারা যদি নিজের চেষ্টায় আমির হয় তবে তাকে অনুসরণ করতে হবে।

প্রশ্ন-১৫৪ 'তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না।' ভাষণে এই নির্দেশ দেওয়ার কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
উত্তর: মহানবি (স) তাঁর ভাষণে সবাইকে নিজ নিজ ধর্ম পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি অন্য ধর্মের মানুষের উপর নিজের ধর্ম চাপিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন। সবার ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই তিনি এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই কথাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম নিয়ে যেন কেউ কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি না করে।

প্রশ্ন-১৫৫ পথপ্রদর্শক হিসেবে মহানবি (স) মানুষের জন্য কোন দুটি জিনিস রেখে গেছেন এবং কেন? (অনুধাবন)
উত্তর: মহানবি (স) মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহর বাণী অর্থাৎ 'কুরআন' এবং তাঁর নিজের জীবনের আদর্শ রেখে গেছেন। এই দুটি অমূল্য সম্পদ মানুষকে সঠিক ও কল্যাণের পথ দেখানোর জন্য তিনি রেখে গেছেন। এ দুটি উৎসই মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখাবে এবং সত্যের সন্ধান দেবে।

পাঠ ২২ আমরা তোমাদের ভুলব না

প্রশ্ন-১৫৬ তিতুমীর কেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন? (অনুধাবন)
উত্তর: আজ থেকে দুশো বছর আগে ইংরেজরা এ দেশ শাসন করত। তারা এ দেশের কৃষকদের অন্যায়ভাবে অত্যাচার, নির্যাতন করত। তিতুমীর ইংরেজদের নির্যাতন থেকে কৃষকদের বাঁচাতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

প্রশ্ন-১৫৭ সূর্য সেনকে ইংরেজরা কেন ও কীভাবে হত্যা করেছিল? (অনুধাবন)
উত্তর: শত বছর পূর্বে এ দেশ পরাধীন ছিল। সূর্য সেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন দেশকে মুক্ত করার জন্য। তাই তারা সূর্য সেনকে আটক করে। তারপর ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছিল। মূলত এদেশের মুক্তি সংগ্রাম দমন করতেই ইংজেরা তাঁকে ফাঁসি দিয়েছিল।

প্রশ্ন-১৫৮ আমরা শ্রদ্ধাভরে শহিদদের স্মরণ করি কেন? (প্রয়োগ)
উত্তর: শহিদরা দেশের জন্য ন্যায়ের পথে যুদ্ধ করে শহিদ হন। তাঁরা এ দেশ ও দেশের মানুষের জন্য প্রাণ দেন। তাঁরা আমাদের একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তাই তাঁদের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা প্রকাশের জন্য আমরা তাঁদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

প্রশ্ন-১৫৯ রংপুরে আবু সাঈদকে কীভাবে হত্যা করা হয়? (অনুধাবন)
উত্তর: ২০২৪ সালে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে শহিদ হন আবু সাঈদ। দুঃশাসনের বিরুদ্ধে রংপুরে তিনি প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন। আবু সাঈদ রাজপথে দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়ান। খুব কাছ থেকে পুলিশ তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।

প্রশ্ন-১৬০ ২০২৪ সালে শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নামে কেন? (জ্ঞান)
উত্তর: বহু ত্যাগের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার পরও বাংলাদেশের মানুষ ন্যায্য অধিকার পায়নি, বৈষম্য কমেনি। তাই অধিকারের দাবি ও বৈষম্য দূর করতে ২০২৪ সালে এ দেশের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নামে। মূলত একটি বৈষম্যহীন রাষ্ট্রে বাস করার জন্যই তারা রাস্তায় নেমেছিল।

পাঠ ২৩ পোস্টার লিখি, প্ল্যাকার্ড লিখি

প্রশ্ন-১৬১ পোস্টার কী? (জ্ঞান)
উত্তর: মানুষকে কোনো বিষয়ে সচেতন করতে হলে দরকারি কথা জানাতে পোস্টার বানানো হয়। আবার কোনো দাবি বা তথ্য তুলে ধরার জন্য বড়ো কাগজে দরকারি কথা লিখে যখন টাঙানো হয়, তখন তাকে পোস্টার বলে।

প্রশ্ন-১৬২ প্ল্যাকার্ড কী? (জ্ঞান)
উত্তর: কোনো দাবি বা তথ্য যখন মোটা শক্ত কাগজে লেখা হয় তখন তাকে প্ল্যাকার্ড বলে। প্ল্যাকার্ড ধরার জন্য কাগজের নিচে কখনো কখনো বাঁশ বা কাঠের ফালি ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন-১৬৩ পোস্টার ও প্ল্যাকার্ডের মধ্যে পার্থক্য কী? (প্রয়োগ)
উত্তর: পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড উভয়ই দাবিদাওয়া ও তথ্য তুলে ধরার কাজে ব্যবহার করা হয়। পোস্টারে দরকারি তথ্য লিখে তা দেওয়ালে টাঙানো হয়। কিন্তু প্ল্যাকার্ড মিছিল, সমাবেশ কিংবা মানববন্ধনে ব্যবহার করা হয়। যা হাতে বহন করার জন্য বাঁশ বা কাঠের ফালি ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন-১৬৪ মিতুর মন খারাপ হয়েছিল কেন? (অনুধাবন)
উত্তর: স্কুলে আসার পথে মিতু দেখে একটা গাছ কেটে রাস্তার পাশে ফেলে রাখা হয়েছে। সেই গাছের ডালে ছিল একটি পাখির বাসা। বাসাটা ভেঙে গেছে। সেখানে ডিম বা ছানা ছিল কি না, বোঝা যাচ্ছে না। এটা দেখে মিতুর মন খারাপ হয়েছিল।

প্রশ্ন-১৬৫ পাখিদের জন্য গাছ খুবই দরকারি কেন? (অনুধাবন)
উত্তর: পাখিরা গাছে বাসা বানায়। গাছের পাতা, ফুল খেয়ে ওরা জীবন বাঁচায়। গাছ তাদের ঝড়বৃষ্টির আঘাত থেকে বাঁচায়। বলা যায়, গাছ পাখিদের আশ্রয়স্থল। গাছ কাটলে পাখিরা বিপদে পড়ে। তাই গাছ পাখিদের জন্য খুবই দরকারি।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্ন-১৬৬ পোস্টার ও প্ল্যাকার্ডের কাজ কী? (অনুধাবন)

উত্তর: পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড লিখে মানুষকে দরকারি কথা জানানো যায়। আবার কোনো দাবি বা তথ্য তুলে ধরার জন্যও এগুলো ব্যবহার করা হয়। সাধারণত অনেক মানুষকে একসাথে কোনো বিষয় জানানোর জন্য এগুলো ব্যবহার হয়।

প্রশ্ন-১৬৭ জামসেদ স্যার কীভাবে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করলেন? (অনুধাবন)

উত্তর: জামসেদ স্যার শিক্ষার্থীদের একসাথে কাজ করে সচেতনতা বাড়ানোর কথা বলে উৎসাহিত করলেন। আবার শিক্ষার্থীদের পোস্টার বানাতেও উৎসাহ দিলেন।

সুপার সাজেশন

পরীক্ষার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন— ২, ৫, ১৩, ৩৪, ৪২, ৫০, ৫৭, ৫৮, ৭৩, ৭৬, ৮৬, ৯৬, ১০৬, ১১৬, ১২৩, ১৩১, ১৪০, ১৪৬, ১৫২

নিজেকে যাচাই করি: সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

বৃত্তি পরীক্ষায় সাফল্য নিশ্চিত করতে হলে প্রতিটি প্রশ্নের ধরনে পূর্ণ নম্বর পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। প্রশ্নের ধরন ৭-এ তোমার প্রস্তুতি কেমন হলো তা যাচাইয়ের জন্য এখানে বিভিন্ন অধ্যায়ের সমন্বয়ে ১০ সেট প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। তুমি নিজে নিজে পরীক্ষা দিয়ে 'উত্তরমালা'র সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। যদি সবগুলোর উত্তর সঠিক না হয় তাহলে পূর্বের অংশটি পুনরায় অনুশীলন করো।

সেট ১ নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখো: ২×৪ = ৮

ক. কুটির শিল্প কাকে বলে?
খ. 'পাড়ময় ঝোপঝাড় জঙ্গল-জঞ্জাল'— ব্যাখ্যা করো।
গ. বাংলাদেশের মানুষের কোন কোন বিষয়ে বৈচিত্র্য রয়েছে?
ঘ. 'সংকল্প' কবিতায় কবি কেন পাতাল ফেড়ে নিচে নামার কথা বলেছেন?

সেট ২ নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখো: ২×৪ = ৮

ক. 'এ দেশে সব ধর্মের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে।'— বুঝিয়ে লেখো।
খ. 'দেখালাম ছাতাটার শুধু কটা শিক আছে'— ব্যাখ্যা করো।
গ. কবি বদ্ধ ঘরে থাকতে চান না কেন?
ঘ. পথপ্রদর্শক হিসেবে মহানবি (স) মানুষের জন্য কোন দুটি জিনিস রেখে গেছেন এবং কেন?

সেট ৩ নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখো: ২×৪ = ৮

ক. বাতাস ফুঁড়ে কারা ডাক দিচ্ছে এবং কেন?
খ. ইবনে বতুতা কে? তিনি কোন সময়ে বাংলাদেশে ভ্রমণ করতে এসেছিলেন?
গ. ২০০০ সালে উয়ারী-বটেশ্বর এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজের গুরুত্ব কেমন ছিল?
ঘ. শিক্ষকের উচ্ছ্বাসের কারণ কী?

সেট ৪ নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখো: ২×৪ = ৮

ক. তিতুমীর বাঁশের কেল্লা বানিয়েছিলেন কেন?
খ. 'বোঝালাম ঝামেলার যতগুলো দিক আছে'— ব্যাখ্যা কর।
গ. পাঠে কবির মন বসে না কেন?
ঘ. ২৫শে মার্চ রাতে সংবাদপত্র অফিসগুলোর ওপর কেন আক্রমণ করা হয়েছিল?

সেট ৫ নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখো: ২×৪ = ৮

ক. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাঘ কী ভূমিকা রাখে?
খ. রাখাল ছেলের গ্রামটি দেখতে কেমন?
গ. কবি কেন শহর ছেড়ে সবুজ গাঁয়ে ঘুরতে চান?
ঘ. খরগোশ কীভাবে বাঘকে কুপোকাত করেছিল?

সেট ৬ নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখো: ২×৪ = ৮

ক. আজান দেওয়া ও শাঁখ বাজানোর কথা বলা হচ্ছে কেন?
খ. গ্রামটিকে 'সবুজ ঘেরা' বলা হয়েছে কেন?
গ. পশুদের সভা কেন ডাকা হয়েছিল?
ঘ. সূর্য সেনকে ইংরেজরা কেন ও কীভাবে হত্যা করেছিল?

সেট ৭ নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখো: ২×৪ = ৮

ক. বিড়ালকে বাঘের মাসি বলা হয় কেন?
খ. পাকিস্তানি বাহিনী কেন সুরসাধক আলতাফ মাহমুদের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল?
গ. 'আধেক কথা দিনের বেলায়, আধেক কথা রাতে' চরণটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ঘ. শিক্ষক কী ভেবে মনে সাহস পেলেন?

সেট ৮ নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখো: ২×৪ = ৮

ক. দিনের বেলায় যাওয়া আসা, রাত্তিরে থম থম!' কথাটি দিয়ে নদীপাড়ের কোন রূপ বোঝানো হয়েছে?
খ. দশম হিজরির ভাষণকে বিদায় হজের ভাষণ বলা হয় কেন?
গ. পোস্টার ও প্ল্যাকার্ডের মধ্যে পার্থক্য কী?
ঘ. পাখিদের জন্য গাছ খুবই দরকারি কেন?

সেট ৯ নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখো: ২×৪ = ৮

ক. 'তিন-দাঁড় ছিপখান্ মন্থর যাচ্ছে'— ব্যাখ্যা কর।
খ. সুখু কেন ভালো কিছু পেল না?
গ. তৃতীয় রাজপুত্রের অহংকার কেন ধুলায় মিশে গেল?
ঘ. আমরা শ্রদ্ধাভরে শহিদদের স্মরণ করি কেন?

সেট ১০ নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখো: ২×৪ = ৮

ক. চম্পাবতীর কেশ জলে ভাসছে কেন?
খ. 'আকাশ ভেঙে কাচের গুঁড়ো'— ব্যাখ্যা করো।
গ. আবেদনপত্র কেন লেখা হয়? আবেদনপত্রের আকার কেমন রাখতে হয়?
ঘ. উয়ারী-বটেশ্বরকে ময়নামতি বা মহাস্থানগড়ের চেয়ে পুরোনো নগর বলা হয় কেন?

উত্তরমালা: নিজেকে যাচাই করি

সেট ১ ক. পৃষ্ঠা ৫৫ প্রশ্ন নম্বর ৯৪। খ. পৃষ্ঠা ৫২ প্রশ্ন নম্বর ২৫। গ. পৃষ্ঠা ৫১ প্রশ্ন নম্বর ১। ঘ. পৃষ্ঠা ৫৭ প্রশ্ন নম্বর ১২৮। **সেট ২** ক. পৃষ্ঠা ৫১ প্রশ্ন নম্বর ৫। খ. পৃষ্ঠা ৫২ প্রশ্ন নম্বর ৩৮। গ. পৃষ্ঠা ৫৭ প্রশ্ন নম্বর ১২৩। ঘ. পৃষ্ঠা ৫৯ প্রশ্ন নম্বর ১৪৮। **সেট ৩** ক. পৃষ্ঠা ৫৪ প্রশ্ন নম্বর ৬১। খ. পৃষ্ঠা ৫৫ প্রশ্ন নম্বর ৯৫। গ. পৃষ্ঠা ৫৮ প্রশ্ন নম্বর ১৩৮। ঘ. পৃষ্ঠা ১৪৮ প্রশ্ন নম্বর ৫৯। **সেট ৪** ক. পৃষ্ঠা ৫১ প্রশ্ন নম্বর ১৬। খ. পৃষ্ঠা ৫২ প্রশ্ন নম্বর ৩৪। গ. পৃষ্ঠা ৫৬ প্রশ্ন নম্বর ১২২। ঘ. পৃষ্ঠা ৫৭ প্রশ্ন নম্বর ১২৯। **সেট ৫** ক. পৃষ্ঠা ৫৪ প্রশ্ন নম্বর ৭১। খ. পৃষ্ঠা ৫৫ প্রশ্ন নম্বর ৮৯। গ. পৃষ্ঠা ৫৬ প্রশ্ন নম্বর ১১৪। ঘ. পৃষ্ঠা ৫৭ প্রশ্ন নম্বর ১২২। **সেট ৬** ক. পৃষ্ঠা ৫৩ প্রশ্ন নম্বর ৫৮। খ. পৃষ্ঠা ৬০ প্রশ্ন নম্বর ৮৫। গ. পৃষ্ঠা ৫৭ প্রশ্ন নম্বর ১১৬। ঘ. পৃষ্ঠা ৫৯ প্রশ্ন নম্বর ১৫৭। **সেট ৭** ক. পৃষ্ঠা ৫৪ প্রশ্ন নম্বর ৬৫। খ. পৃষ্ঠা ৫৮ প্রশ্ন নম্বর ১৩৩। গ. পৃষ্ঠা ৫৮ প্রশ্ন নম্বর ১৪০। ঘ. পৃষ্ঠা ৫৮ প্রশ্ন নম্বর ১৪৬। **সেট ৮** ক. পৃষ্ঠা ৫৮ প্রশ্ন নম্বর ১৪৩। খ. পৃষ্ঠা ৫৯ প্রশ্ন নম্বর ১৫২। গ. পৃষ্ঠা ৫৯ প্রশ্ন নম্বর ১৬৩। ঘ. পৃষ্ঠা ৫৯ প্রশ্ন নম্বর ১৬৫। **সেট ৯** ক. পৃষ্ঠা ৫২ প্রশ্ন নম্বর ২০। খ. পৃষ্ঠা ৫৩ প্রশ্ন নম্বর ৪২। গ. পৃষ্ঠা ৫৬ প্রশ্ন নম্বর ১০৯। ঘ. পৃষ্ঠা ৫৯ প্রশ্ন নম্বর ১৫৮। **সেট ১০** ক. পৃষ্ঠা ৫৩ প্রশ্ন নম্বর ৫৭। খ. পৃষ্ঠা ৫৪ প্রশ্ন নম্বর ৬২। গ. পৃষ্ঠা ৫২ প্রশ্ন নম্বর ২৮। ঘ. পৃষ্ঠা ৫৮ প্রশ্ন নম্বর ১৩৫।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd